বিশ্ববাণী

সংবাদ

Rs. 10/- | Vol. 25 - Issue 2 | February 2024

যারা খ্রীষ্টকে প্রভু
এবং পরিত্রাতা হিসাবে
গ্রহণ করে
তাঁর মুখ দর্শন করে
তাদের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার
রয়েছে!

যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার

মার্ক ১:১

February
2024

বিশ্ববাণী
সমর্পণ

PUBLICATION OFFICE:
1-10-28/247, Anandapuram, Kushaiguda,
ECIL Post, Hyderabad. Ph: 040-27125557.
Email: samarpan@vishwavani.org

ADMIN. OFFICE:
20, Raghul Street, T.M.P. Nagar, Pudur,
Ambattur, Chennai-600053.
Ph: 044-26869200.
Email: vishwavaninet@vishwavani.org

বিশ্ববাণী সমর্পণ পত্রিকা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, গুজরাটী, তামিল, মালায়ালাম, কোকবোরক, সৌরা, কানাড়ী, তেলেগু, মারাঠী এবং ইংরাজী ভাষায়। বার্ষিক অনুদান মাত্র ১০০ টাকা

দেখ ভারতবর্ষের
গ্রামগুলি সুসমাচার দ্বারা পরিবর্তিত
হয়ে চলেছে!

সূচী পত্র

০২ ... ভেবে দেখার কয়েকটি ...
০৩ ... প্রধান কার্য্যনির্বাহী...
০৭ ... সূক্ষ্ম অনুভূতি ...
১০ ... পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে...
১২ ... বিশেষ প্রতিবেদন ...
১৮ ... সভাপতির পক্ষ থেকে ...
২১ ... প্রেয়ার নেটওয়ার্ক
২৪ ... ক্ষেত্র সমাচার ...
৩৪ ... সাম্প্রতিক সমাচার ...

এমিল আন্নান
ভেবে দেখার কয়েকটি বিষয়

➪মণ্ডলী কেন রয়েছে? যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য!

➪যীশু খ্রীষ্ট কখনো মানুষকে জোর করেন না। তাঁকে অনুসরণ করার জন্য বা দান দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন না।

➪ধর্মের জন্য অর্থের প্রয়োজন কিন্তু যীশুর জন্য কেবল হৃদয়ের প্রয়োজন।

➪ধর্ম যদি বিজ্ঞাপন হয় তবে সুসমাচার হলো সেই বিজ্ঞাপনের বার্তা!

➪সুসমাচার গ্রহণ করা হলো আহ্বান এবং সুসমাচার প্রচার করা হলো আদেশ!

➪ক্রুশ সামনে না রাখলে আমরা যেমন যীশুকে উচ্চীকৃত করতে পারি না, তেমনি তাঁকে অনুসরণ না করলে পরিচর্য্যা কাজ চলতে পারে না।

➪জগতের কাছে সবাই আহূত কিন্তু সুসমাচার তাদেরই আহ্বান জানাই যারা ভারাক্রান্ত এবং পরিশ্রান্ত।

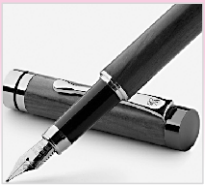

প্রধান কার্য্যনির্বাহী পরিচালকের পক্ষ থেকে...

যীশু খ্রীষ্টের অপূর্ব নামে আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আমরা আনন্দের সাথে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন এবং নতুন বৎসর পালন করেছি। আমরা এখন নতুন নতুন পরিবর্তন নিয়ে এগিয়ে চলেছি যে পথ ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন। আমাদের এই যাত্রা হয়তো মসৃণ নাও হতে পারে কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট যিনি বলেছিলেন দেখ আমি যুগান্ত পর্যন্ত্য তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন আর তাই আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

যীশুখ্রীষ্টেই আমাদের প্রত্যাশা কারণ জগতের বাকী বিষয় সকল ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা রয়েছে আমাদের পাপসকল ক্ষমা করার এবং জীবন দান করার! তাই মিশনারী যারা এই গৌরবময় সুসমাচার প্রচার করে তারা ব্যক্তির জীবনের পরিবর্তন নিয়ে ব্যস্ত। এ এক অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনি সেই পরিচর্য্যা কাজের অংশীদার। আমাদের দর্শন হলো যেন মানুষ এই মহান আশীর্বাদ না হারাই।

যীশু, ঈশ্বরের পুত্র:

প্রভু যীশু মানুষকে তাদের পাপ হতে উদ্ধার করেছেন (মথি ১:২১); যারা হারিয়ে গেছে তাদের অন্বেষণ করতে তিনি এসেছিলেন (লূক ১৯:১০); তিনি ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন (যোহন ১:১,১৪)। তাই তিনি একদিক দিয়ে যেমন মানুষ আবার অপর দিকে ঈশ্বর। তিনি হলেন সুসমাচারের বিষয় যা মানুষকে আশা যোগায়। যারা তাঁর কর্ত্তৃত্বের অধীনে আসে তারা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠার সৌভাগ্য লাভ করে (যোহন ১:১২)।

যোহন বাপ্তাইজক যীশুর জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন:

অতীতে রাজার পথ প্রস্তুত করার আগে লোক পাঠাতেন। এই ব্যক্তি আগে গিয়ে ঘোষণা করত যে রাজা আসছেন। যিশাইয় ৪০:৩, মালাখি ৩:১; ৪:৫,৬ ঘোষণা করে যে যোহন বাপ্তাইজককে এই কাজটি করার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল।

আমরা মার্ক ১:২,৩ পদে পাঠ করি যে যোহন বাপ্তাইজক যীশুর আগমন ঘোষণা করেছিলেন। আমাদেরও অনুরূপে সেই সব মানুষদের সাবধান করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে যারা পাপে রয়েছে, যেন তারা তাদের পথ পরিবর্তন করে কারণ যীশু রাজা হিসাবে জগতের বিচার করতে আবার ফিরে আসবেন। আর তখন যেন তারা প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে।

যোহন বাপ্তাইজক নিজেকে নম্র করে যীশুকে উচ্চীকৃত করেছিলেন:

আমরা লূক ৩:১-১৮, মথি ৩:১-১২ পদে যোহন বাপ্তাইজকের জীবন সম্বন্ধে দেখতে পাই। বাপ্তিস্মের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পূর্বে ব্যক্তিকে অবশ্যই তার পাপের জন্য অনুতাপ করতে হবে। যোহন বাপ্তাইজককে মশীহর পূর্বে প্রেরণ করা হয়েছিল (মালাখি ৪:৫; মথি ১১: ১০-১৪)। যীশু নিজে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন (যোহন ৫:৩৩,৩৫) যে তিনি হলেন সেই সত্যের পক্ষ্যে সাক্ষ্য এবং জ্যোতির মতো উজ্জ্বল।

জন্ম হতেই যোহন বাপ্তাইজক নাসরতীয় ছিলেন (লূক ১:১২-১৭)। তিনি লোহিত সাগরের পশ্চিমে যিহূদার প্রান্তরে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন। তার পোষাক এবং খাদ্য খুব সাধারণ ছিল। কিন্তু তার পরিচর্য্যা কাজ পরাক্রমী ছিল। চার শত বছর ধরে যাজক বর্গ যা করতে পারেননি তা তিনি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা লূক ৩:৯-১৪ পদে পাঠ করি যে মানুষদের মধ্যে এক মহা উজ্জীবনের জোয়ার এসেছিল।

আসুন আমরা ভেবে দেখি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গৌরবময় সুসমাচার প্রচারের বিষয়ে আমরা কতখানি সমর্পিত জীবন যাপন করি। আমাদের নানা দায়িত্বের মাঝে আমরা কি প্রভুর যীশুর কাজকে গুরুত্ব দিচ্ছি? যথেষ্ট করেছি বলেই কি আমরা সন্তুষ্ট?

আমরা কি নম্রতার সাথে বলতে পারি যে আমাদের হ্রাস পাওয়া এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম উচীকৃত হোক। আসুন আমরা নিজেদের পরীক্ষা করি এবং এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করি।

বর্তমান পরিচর্য্যা কাজ সম্বন্ধে কিছু তথ্য:

প্রিয়তমেরা, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং আপনাদের প্রার্থনা, দান এবং এই কাজের সাথে যুক্ত হবার ফলে পরিচর্য্যা কাজ দিন দিন বেড়ে চলেছে। আপনাদের এই সহযোগিতার জন্য আপনাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্ববাণীর বোর্ড মিটিং:

প্রভু আমাকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে চেন্নাইয়ে ছয় মাসের পরিচর্য্যা কাজের রিপোর্ট পেশ করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমাদের আগামী ছয় মাসে এগিয়ে চলার জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করেছেন। আমি সকল বোর্ডের সকল সদস্যদের এর জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সৌরা অঞ্চলে পরিচর্য্যা কাজের প্রগতি:

ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে অন্ধ্রপ্রদেশের মানায়াম জেলার পোলা ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য ঈশ্বর আমাকে সক্ষম করেছিলেন বলে আমি তাঁর প্রশংসা করি এরপর সেখানে সৌরাদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজের জন্য কোর্ডিনেশন কেন্দ্র খোলা হয়। আমি সেখানে বড়দিন উদ্‌যাপন করি। ঈশ্বর আমাকে ভুসায়াভালসায় একটি গীর্জা উৎসর্গ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এই সভায় আমি বিকেল বেলা ঈশ্বরের বাক্য বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভুমিকাগুদা ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে যে সৌরা কনভেনসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে দয়া করে তার জন্য প্রার্থনা করবেন।

উত্তর ভারতের ক্ষেত্রগুলিতে ২৭জন নতুন পরিচর্য্যাকারী:

ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে ২৭ জন মিশনারী নাওয়াতোলি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাদের প্রশিক্ষণ শেষ

করেছে। এদের মধ্যে ১৬ জন মিশনারী ছত্তিশগড়ের গ্রামগুলিতে যাবে, ৯ জন ঝাড়খণ্ডে এবং ২ জন উত্তর প্রদেশে। আমাদের এমন পরিবারের প্রয়োজন যারা এগিয়ে এসে প্রতি মাসে ৪০০০টাকা দিয়ে এক একটি গ্রাম দত্তক নিয়ে এই মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াবে।

ত্রিপুরা- কোকবোরক বাইবেল প্রকাশিত হলো:

কোকবোরক বাইবেলটি ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখে বিশ্ববাণী কামি ক্ষেত্রে এমিল আন্নানের ১০তম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে প্রকাশ করা হয়। যারা এই কাজের জন্য বিশেষভাবে দান দিয়েছিলেন তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।আমরা প্রথম পদক্ষেপে ১০,০০০ বাইবেল ছাপিয়েছি।

পরিচর্য্যা কাজ এবং মিডিয়া দপ্তর:

পি. সেলভারাজ আন্নান, বিশ্ববাণী নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান হায়দ্রাবাদের খুসাইগুডা ৩০/১২/২৩ তারিখে পরিচর্য্যা কাজ এবং মিডিয়া দপ্তরটি উৎসর্গ করেন। এই দপ্তরটি আমাদের তথ্য আদান প্রদানের জন্য এবং সেখানকার সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত উন্নয়ন মূলক কার্য্যকলাপ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। বছরের শেষে এটির উৎসর্গ দ্বারা ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত হয়েছে। হাল্লেলুইয়া।

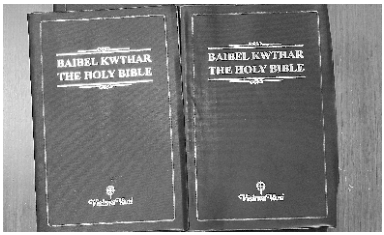

প্রশংসা এবং প্রার্থনার দিন:

বিশ্ববাণীর পরিচর্য্যা কাজে যুক্ত কর্মীরা, প্রতিনিধিগণ এবং পরিচর্য্যা কাজের অংশীদারগণ ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখটি প্রশংসা এবং প্রার্থনার দিন হিসাবে উদ্‌যাপন করে। এই দিনটি প্রভুর চরণ তলে বসে প্রস্তুতি গ্রহণ করার দিন ছিল এবং বছরের শেষের দিনে আনন্দ এবং নতুন আশা নিয়ে নতুন বছরে প্রবেশ করার দিন ছিল।

নতুন ইস্রাদের জন্য প্রশিক্ষণ:

২৫ জন ইস্রাদের জন্য প্রশিক্ষণ দেবার ক্লাস ২৫ তারিখে শুরু হয় যেন তারা অন্ধ্রপ্রদেশের সেইসব গ্রামে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে পারেন যেখানে কেউ এখনও প্রচার করতে যায় নি। উত্তর পশ্চিম ভারতের গুজরাট এবং কর্ণাটকে যে ক্লাস শুরু হতে চলেছে তার জন্য প্রার্থনা করবেন।

ত্রিচিতে-ধন্যবাদ প্রদানের সভা:

আমি দক্ষিণ ভারত মণ্ডলীর ত্রিচির আলিথুরা গীর্জার পালক এবং কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা আমাকে ৭/১/২৪ তারিখে ঈশ্বরের বাক্য বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। প্রতিনিধিবৃন্দ এবং পরিচর্য্যাকাজের অংশীদারগণের সাথে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা মহা আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসেছে। আমরা এর জন্য জেলার পরিচর্য্যা কাজের উন্নয়নের সাথে যুক্ত সভ্য এবং সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা রাজস্থানের ২০০০

টি গ্রামে ত্রিচির বিশ্বাসীদের মাধ্যমে পৌঁছাবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। দয়া করে এই বিষয়টি প্রার্থনায় রাখবেন।

যেখানে বিশ্বাসীরা সমবেত হয় সেখানে মহা ফল আসে:

প্রার্থনা করবেন যেন যেখানে সুসমাচার প্রচারের এবং ভারতবর্ষের গ্রামগুলির উন্নয়নের জন্য বিশ্বাসীরা সমবেত হয়ে প্রার্থনা করেন সেখানে যেন ঈশ্বরের নাম উচ্চীকৃত হয়।

২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসের

১৪-১৬ তারিখে: হায়দ্রাবাদে: তামিল বিশ্বাসীদের জাতীয় সভা

১৯-২৩ তারিখে: মণিপুরে ত্রাণ শিবির

২৩ তারিখে: ত্রিভুলিতে-জেলার পালকদের সম্মেলন।

২৬ তারিখে: চেন্নাই এবং মুম্বাইয়ে দর্শন সভা

২৮-৩১ তারিখে: ভুপালে উত্তর ভারতের মিশনারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের

১৬-১৮ জানুয়ারী সৌরা বিশ্বাসীদের মেলা, অন্ধ্রপ্রদেশের ভুমিকাগুদা

ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ তারিখ থেকে মার্চ মাসের ৩ তারিখ পর্য্যন্ত বিশ্ববাণীর ক্ষেত্র মণ্ডলীগুলিতে উৎসব।

অভাবীদের সাহায্যার্থে সোইসাইটি:

দয়া করে বিশ্ববাণী নেটওয়ার্কের অধীনে যে সমস্ত মিশনারী কাজ করছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। বিশেষ করে যেসব কর্মীদের স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছেন তাদের জন্য মাসিক সাহায্য প্রদান এবং তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা। আপনি যদি তাদের কাউকে সাহায্য করতে চান তবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অভাবীদের জন্য এই সোসাইটির মাধ্যমে আপনি তাদের সাহায্য করতে পারেন।

যারা বিরোধীতা করে তাদের জন্য সুসমাচার:

আপনি অবগত আছেন যে মিশনারীরা নানা ধরণের তাড়নার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের কারাগারে রাখা হচ্ছে। যারা এইভাবে সুসমাচারের বিরোধীতা করে দয়া করে তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন যেন তারা অনুতাপ করে এবং এই বিরোধীতার মধ্যে যেন মহা উজ্জীবনের জোয়ার আসে।

"সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন ও তোমাকে রক্ষা করুন; সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন।" (গণনাপুস্তক ৬:২৪-২৬)।

চেন্নাই খ্রীষ্টে আপনাদের

১২/১/২০২৪ রেভা ডঃ উইলসন্ জ্ঞানাকুমার

সূক্ষ্ম অনুভূতি

ক্রুশের সৈনিকগণ

রোমীয়রা দস্যুদের হত্যা করার জন্য ক্রুশের মতো নিষ্ঠুর পন্থার আবিষ্কার করেছিল, বিশেষ করে যারা শাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করত। ক্রুশ এমন এক নিষ্ঠুর পদ্ধতি যাতে মানুষকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারা হতো। অপরাধীকেই তার নিজের ক্রুশ বহন করতে হতো। ২০০০ বছর পূর্বে রোমীয় সাম্রাজ্য অতি ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু তারা সমস্ত পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করত। প্রতিটি দেশে যদি রোমের বিরোধীতা করে এমন মানুষ থাকে তবে তাদের শাসন করার জন্য অতি কঠিন নিয়ম লাগু করতে হতো। যিহূদা এবং পলেষ্টিয়ার মধ্যে এই শাসন চলত। যদিও তারা কিছু স্বাধীনতা দিত যাতে যারা যিহূদীরা তাদের ধর্ম কর্ম করতে পারে তথাপি যারা রোমীয় শাসকদের বিরুদ্ধে উঠত তাদের তারা কঠোর হাতে দমন করত। সাধারণভাবে যারা গোলমাল এবং বিরোধীতা করত তাদের ক্রুশে দেওয়া হতো। যীশু খ্রীষ্টকে যখন ক্রুশে দেওয়ার মাধ্যমে পুরাতন নিয়মের ভাববাণী পূর্ণ হয়েছিল। গীতসংহিতার দ্বিতীয় ভাগ যখন লেখা হয় তখন রোমীয়রা শাসন করতনা, কিন্তু সেই সময় ভাববাণী করা হয়েছিল, যেমন লেখা রয়েছে, ''তারা আমার হস্ত পদ বিদ্ধ করিয়াছে'' (গীতসংহিতা ২২:১৬)। এ কতো অবাক করার মতো বিষয়।

শত শত বছর পরে কি ঘটবে তা ঈশ্বর পূর্বেই জানিয়েছিলেন। মনুষ্য পুত্র ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে সেই ভাববাণী পূর্ণ করেছিলেন। তিনি শিষ্যদের পূর্বেই বলেছিলেন কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু তাদের তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না।

ক্রুশ সাধারণভাবে বিজয়ের বিষয় ছিল না কিন্তু লজ্জা এবং কষ্টের চিহ্ন ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট যীশু যখন ক্রুশ বহন করলেন তখন সেই সংজ্ঞার পরিবর্তন হলো। সেই লজ্জার প্রতীক বিজয়ের প্রতীক চিহ্নে পরিবর্তিত হলো। এর কারণ হলো প্রভু যীশু নিজের জন্য নয় কিন্তু অপরের জন্য ক্রুশ বহন করেছিলেন। পাপহীন যীশুর কারণে ক্রুশ চিহ্ন বদলে পবিত্রতা, ত্যাগ এবং প্রেমের চিহ্ন হয়ে উঠেছে। যীশুর ক্রুশ বহন করার সাথে আমাদের নিজ নিজ ক্রুশ বহন করার মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে কষ্ট ভোগ করে মৃত্যু বরণ করলেন এবং পুনরুত্থিত হলেন; কিন্তু আমরা পাপে মৃত এবং তাঁকে বিশ্বাসের কারণে এবং তাঁর ধার্মিকতার কারণে আমরা ধার্মিক হিসাবে গণিত হই।

আমরা যখন খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে আরম্ভ করি তখন আমরা আমাদের ক্রুশ বহন করতে শুরু করি। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রভু যীশুকে যারা অনুসরণ করতে চাই তাদের তিনি নিজ নিজ ক্রুশ বহন করে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের পালক এবং বিশ্বাসীরা জগতের সুখ সমৃদ্ধি নিয়ে বেশী ব্যস্ত এবং এই ক্রুশ বহন করার বিষয় বা নিজেকে মৃত্যুসাৎ করার বিষয়টি

তাদের কাছে লঘু বিষয়। নিজেকে প্রতিদিন মৃত্যুসাৎ করার অভিজ্ঞতা আমাদের প্রয়োজন আর তা না হলে আমরা খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের ভারসাম্য হারাব।

পিতর যীশুকে প্রশ্ন করেছিলেন, ''প্রভু আমরা আপনাকে অনুসরণ করার জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছি'' মার্ক ১০:২৮ এর অর্থ হলো কিছু পাবার আশায় আমরা এই কাজ করেছি। পিতর হয়তো ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে তিনি তাঁকে অনুসরণ করে তিন বছর নষ্ট করেছেন কিনা। কিন্তু প্রভু যীশুর উত্তর ছিল তার পক্ষে এই ত্যাগ এই জগতে এবং পরবর্তী জগতে আশীর্বাদ এবং অনন্ত জীবনের কারণ হয়ে উঠবে। তিনি সেই সাথে এই জগতে যে তাড়না ঘটবে তার কথাও বলেছিলেন। ''যীশু কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি এমন কেহ নাই যে আমার নিমিত্ত ও সুসমাচারের নিমিত্ত বাটী কি ভ্রাতৃগণ কি ভগিনী কি মাতা কি পিতা কি সন্তান সন্ততি কি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন ইহকালে তাহার শতগুণ না পাইবে, সে বাটী ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, সন্তান ও ক্ষেত্র, তাড়নার সহিত এই সকল পাইবে এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাইবে'' (মার্ক ১০: ২৯-৩০)।

আমরা প্রশ্ন করতে পারি আমাদের কাছে আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা করা হলেও কেন আমরা তাড়না ভোগ করব?এখানেই খ্রীষ্টিয় জীবনের গভীর সত্য লুকিয়ে আছে। আমরা যদিও বা ধনী হই এবং আরামে জীবন যাপন করি তথাপি ঈশ্বর আমাদের উপরে ক্রুশ রাখেন যেন আমাদের হৃদয় তাঁর দিকে থাকে। এই বিষয়টি আমাদের তাঁর প্রতি মনোযোগী হতে সাহায্য করে। এই জগত জয় করতে আমাদের নানাবিধ প্রলোভন এবং কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আমাদের এই ক্রুশ প্রেমের চিহ্ন হিসাবে বহন করা উচিত। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেছেন, ''কিন্তু তোমাদের শাসন যদি না হয় - সকলেই ত তাহার ভাগী- তবে সুতরাং তোমরা জারজ, পুত্র নও'' (ইব্রীয় ১২:৮)। সুতরাং এই বিষয়টি বুঝতে হবে যে যারা তাঁকে প্রেম করে তাদের সবাইকে কোন কোন ক্রুশ বহন করতে হবে। তিনি যাদের ভালবাসেন তাদের সবাইকে শৃঙ্খলায় নিয়ে আসেন। আর এর মাধ্যমে তিনি যে শিক্ষা দান করে থাকেন তা মূল্যবান। তিনি যদি কাউকে ভগ্ন করেন তবে তা মেরামত তিনিই করেন। যারা এই ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে তারা অপরের কষ্ট বুঝতে এবং তার ভার বহন করতে পারবে। যদি আমাদের অপরের কষ্ট বুঝতে হয় তবে আমাদের ক্রুশের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তখন আমরা সহানুভূতি কি তা বুঝতে পারব।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমার শরীরে কিছু উপসর্গ দেখা দিল। পরিচর্য্যা কাজের ভারে আমি আমার শরীরের প্রতি যত্ন নিতে পারিনি। ৪৫ বছর পর্য্যন্ত আমাদের শরীর আমাদের বন্ধু এবং তখন আমরা দৌড়াতে, কষ্ট করতে, নানা ভার সহ্য করতে পারি। কিন্তু যখন আমাদের শরীর আমাদের বিরুদ্ধে চলতে শুরু করে তখন কেউই তার উর্দ্ধে নয়। এমন কি রাজগণও তখন ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং নানা

অসুস্থতা তাদের শেষে মৃত্যুর কারণ হয়।

আমি আমার শরীরে যে উপসর্গ দেখা দিয়েছিল তার প্রতি উদাসীন ছিলাম এবং মনে করতাম সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং আমার কাজেই মন দিয়েছিলাম। কিন্তু অবস্থার ক্রমশ: অবনতি হতে শুরু করল এবং আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। শেষে আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। আমার স্নায়ু, অস্থি এবং পেশীগুলিতে প্রচণ্ড ব্যথা হতে শুরু করল এবং তা ৬৫ দিন ধরে চলল। আমি আর ঘুমাতে পারতাম না। আমি ১০ জনেরও বেশী ডাক্তারের কাছে গেলাম এবং নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করলাম। কিন্তু এর কারণ ধরা পড়ল না। আমি সচেতন হলাম যে এর পেছনে কোন শয়তানের আক্রমণ রয়েছে। শেষে ধরা পড়ল আমার মস্তিষ্কে রোগ হয়েছে এবং সেটি আমার স্নায়ু তন্ত্রকে কাজ করতে দিচ্ছেনা এবং যার জন্য আমাকে বিছানা নিতে হলো।

ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়া শয়তানের কোন ধরণের পরিকল্পনা আমাদের ছুতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান যেন আমরা কিছু মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করি। এই ৬৫ দিনে আমি যে শিক্ষা পেলাম তা হলো ব্যথা কাকে বলে তা আমি জানলাম। আগে আমি কেবল প্রার্থনার সময় কেঁদে প্রার্থনা করতাম, কিন্তু এই ৬৫ দিন অবিরত আমার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে থাকত।

আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম প্রভু যীশু ক্রুশে কি ধরণের অসম্ভব যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, তা ক্যানসার রোগীর কষ্ট, পথে দুর্ঘটনা গ্রস্থ মানুষের কষ্ট এবং এই ধরণের নানা ধরণের মানুষের কষ্টের সমাহার। এই শিক্ষা আমাকে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে সাহায্য করল যারা অনুরূপ সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। অনেকের প্রার্থনার মাধ্যমে আমি এখন অনেক ভাল আছি। হয়তো আমার আরও ৬ থেকে ৯ মাস লাগবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে। আমার চোখ জলে ভরে যায় যখন আমি মনে করি যে যারা নানারূপ ক্রুশ বহন করে তাদের সাথে আমিও যোগ দিয়েছি।

প্রিয়তমেরা, ক্রুশ আমাদের কাছে দেওয়া হয় আমাদের ধ্বংস করতে নয় কিন্তু যেন আমরা আরও সংবেদনশীল হই। প্রভু যীশু যে ক্রুশ বহন করেছিলেন তা খুনিদের ঘাড়ে চাপানো হতো। কিন্তু সেই ক্রুশে মৃত্যুর পর তা বিজয়ের চিহ্ন হয়ে উঠল।

যারা নিজ নিজ ক্রুশ বহন করে তারা প্রভু যীশুর অনুসারী ক্রুশের সৈনিক। কারণ মানুষের সাথে আমাদের যুদ্ধ নয় কিন্তু আমাদের যুদ্ধ হলো দিয়াবল ও তার দূতগণের সাথে। আপনাদের বিজয়ী জীবনের পুরস্কার কোন সাধারণ পুরস্কার নয় কিন্তু তা জীবন মুকুট। আপনারা কোন সাধারণ মানুষের সারিতে নয় কিন্তু বিজয়ী লোকদের দলে দাঁড়াতে চলেছেন। - হাল্লেলুইয়া

- হ্যারিস প্রেম, বিশ্ববাণী মিডিয়া

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে...

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার

প্রভু যীশুর মধুর নামে আপনাদের সকলকে নতুন বৎসরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

খ্রীষ্টিয় সমাজে সুসমাচার বলতে আমরা বুঝি যোহন ৩:১৬ অনুসারে ''কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, ... আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়"।

অর্থাৎ সু-সংবাদ বা আনন্দের কথা হল, পাপী মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য বা অনন্ত জীবন দানের জন্য ঈশ্বর নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করলেন।

আমরা যদি সাধু পৌলের লেখা করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি দ্বিতীয় পত্রের ১৫ অধ্যায় দেখি সেই স্থানে সুসমাচারের একটি সুস্পষ্ট ব্যখ্যা আমরা দেখতে পাই। খ্রীষ্টে প্রিয় জনেরা, সুসমাচার শুধুমাত্র প্রচারের মাধ্যমে শ্রবণ করলে হবে না তাতে বিশ্বাস করতে হবে, আর তা হল শাস্ত্রানুসারে আমাদের পাপের জন্য খ্রীষ্ট মরিলেন ও কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইলেন (১করি: ১৫:৪)। আর আমাদের কাছে এই সব থেকে বড় সুসমাচার তিনি ''মৃত্যু থেকে পুনঃউত্থাপিত হইয়াছেন। পদ ২০-২২ সুসমাচার এই খ্রীষ্টিয় মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ।... কারণ আদমে যেমন সকলে মরে তেমনি খ্রীষ্টের দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থান আসিয়াছে এবং খ্রীষ্টতেই সকলে জীবন প্রাপ্ত হয়।"

আমরা যদি মার্ক ১:১ অনুসারে দেখি ''যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ; তিনি ঈশ্বরের পুত্র"। আমরা দেখলাম যে সুসমাচার বলতে পিতা ঈশ্বর নিজপুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন যেন তিনি সকল মানব জাতির জন্য বলিকৃত হন এবং তাঁর মৃত্যুর দ্বারা সকল মানুষের পাপমোচনের তাঁর কবর প্রাপ্তি ও তৃতীয় দিবসে পুনঃরুত্থান এবং তিনি এখন পিতার নিকট স্বর্গে আছেন। প্রেরিত ১:৯-১১ অনুসারে আবার তিনি পুনররাই আগমন করিবেন।

এখন প্রশ্ন হল -

যদি খ্রীষ্টের স্বর্গারোহন পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই সুসমাচারের অংশ হয় তবে খ্রীষ্ট নিজে কি সুসমাচার প্রচার করছিলেন। এই স্থানে কতকগুলি নিগুঢ় তথ্য আমাদের বুঝতে হবে। প্রথমতঃ খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বর কতৃক স্বর্গ থেকে প্রেরিত,-তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণতা দিতে এই জগতে এসেছিলেন। আর তা হল ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

লূক ৪:৪৩ ''আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে"। অর্থাৎ আমরা যে সুসমাচার প্রচার করে থাকি-প্রভু যীশু সেই সুসমাচার তিনি নিজের কথায় এবং কার্য্যের বা নিজের উপর ঘটা ঘটনার দ্বারা প্রচার করেছিলেন এবং এই

সুসমাচার প্রচার কার্য্যের গূঢ় বিষয়টি হল ''ঈশ্বরের রাজ্যের পুনঃস্থাপন''।

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে বিচ্ছেদ আদম ও হবার পাপের জন্য এদন উদ্দানে ঘটেছিল সেই সম্পর্কে পুনঃস্থাপন সুসমাচারের একটি অধ্যায় -

– ঈশ্বরের তাঁর নিজ পুত্র প্রভু যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ

– খ্রীষ্টের আত্মবলিদান, কবরপ্রাপ্তি ও পুনঃরুত্থান

– শিষ্যদের দর্শন দেওয়া ও সকলের সামনে স্বর্গারোহণ

– পবিত্র আত্মার সহায় আমাদের মধ্যে প্রবাস এবং অনুগ্রহের যুগের স্থাপন

– এবং প্রভু যীশুর পুনঃআগমনের প্রত্যাশায় থাকা

– আর তারপর নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা বা ঈশ্বরের রাজ্যে পুনঃস্থাপন। প্রকা: ২১:১

এই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার বা আমরা তাঁর শিষ্য শিষ্যাদের সুসমাচার প্রচারের একটি লক্ষ এবং উদ্দেশ্য যেন **ঈশ্বরের রাজ্য** প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রভুঃ ধন্যবাদ হোক সকল মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গের প্রার্থনা ও সহযোগীতার মাধ্যমে বিশ্ববাণী মিশন ক্ষেত্রগুলিতে ঈশ্বরের **রাজ্য** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সুসমাচার প্রচার কার্য্য দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

বহু হারিয়ে যাওয়া আত্মা প্রভুর রাজ্যে সংগৃহিত হচ্ছে, নতুন নতুন স্থানে মণ্ডলী স্থাপিত হয়ে চলেছে।

- আসুন সকলের সহযোগিতায় যেন নুতন বৎসরে বিশ্ববাণী সেবাকাজের মাধ্যমে আর ৬০০টি নূতন গ্রামে সুসমাচার প্রচারিত হতে পারে।

প্রার্থনা করবেন কমপক্ষে ১২০ জন নতুন ক্ষেত্রকর্মীর প্রয়োজন ৬০০টি গ্রাম দত্তক নেওয়ার জন্য দত্তকগ্রহণকারীর প্রয়োজন, যারা গ্রামগুলির সেবাক্ষেত্রের জন্য প্রার্থনা করবেন এবং একক বা দলগত ভাবে ৪০০০ টাকা প্রতিমাসে প্রতি গ্রামপিছু সেবাকাজের খরচরূপে ত্যাগপূর্ণ দান নিয়ে আসবেন।

প্রভুর ধন্যবাদ হোক বিগত ১৫/০১/২০২৪ তারিখে মালদা জেলার চিরাকুটাতে এবং ২৩/০১/২০২৪ তারিখে বাঙ্গালী মেথডিষ্ট মণ্ডলী, পাকুড়ে দুইটি পূর্ণদিবস দর্শন সভার মাধ্যমে বহু বিশ্বাসীবর্গ এই সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছেন তাদের জন্য প্রভুর ধন্যবাদ হোক। আসুন আপনি ও আপনার পরিবার, মণ্ডলী, ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুসমাচার প্রচার কার্য্যে বিশ্ববাণী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হউন!

প্রভু আপনাদের পরিবারে প্রচুর আশীর্ব্বাদ বয়ে নিয়ে আসুন।

ধন্যবাদান্তে

ভাই সুজয় দাস

বিশেষ প্রতিবেদন:

স্বর্গীয় এমিল আন্নানের ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সমর্পণ পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে...

খ্রীষ্টের সুসমাচার কাদের জন্য?

কার জন্য? এবং কার দ্বারা?

প্রিয়তমেরা ,

লোকে যাকে ভগবান, প্রভু বা দেবতা বলে তিনি যীশু খ্রীষ্ট!

পুরাতন নিয়মের সময়ে অনেক নাম ব্যবহার করা হতো যেমন, সদাপ্রভু, যিহোবা এই সমস্ত নামই একসাথে যীশু খ্রীষ্টকে বোঝায়। যীশু খ্রীষ্টের নামই সুসমাচারের ভিত্তি।

এই নাম কাদের জন্য?

এই নাম তাদের জন্য যারা মৃত ছিল কিন্তু জীবনে এলো

যারা হারিয়ে গেছিল কিন্তু আবার জীবনে ফিরে এলো।

যারা হারানো অপব্যয়ী পুত্রের মতো শয়তানের কাছ হতে পিতার গৃহে ফিরে এলো।

অবশ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ঘটনায় খুশী হয়নি।

সে পাপীর মনপরিবর্তনে আনন্দ করতে পারেনি।

যাদের এই ধরণের মানসিকতা রয়েছে

খ্রীষ্টের সুসমাচার তাদের জন্য নয়!

অন্যদিকে অপব্যয়ী পুত্র ফিরে এসে আর্তনাদ করে বলেছিল

পিতা আমাকে তোমার গৃহে একজন দাসের মতো রেখো।

দয়া করে পাপ ক্ষমা করে আমাকে গ্রহণ কর,

আমি তোমার বিরুদ্ধে এবং স্বর্গের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

এই বলে সে ক্রন্দন করে পিতার পা ভেজাল।

এই পুত্রের মতো যারা ভগ্ন চূর্ণ অন্তঃকরণ নিয়ে আসে,

খ্রীষ্টের সুসমাচার তাদের জন্য! (লূক ১৫)

যারা বিবাহ বাটীতে এসেছিল তারা কি সবাই বিবাহ বস্ত্র পরিধান করেছিল।

তাদের মধ্যে একজন নিজ ধার্মিকতার বস্ত্র পরে এসেছিল।

অন্য অতিথিদের সাথে দাঁড়িয়েছিল যেন সেও একজন বিশ্বাসী।

যেন পূর্ণ সময়ের এক কর্মী, হারোণ যাজকের মতো বিশেষ কেউ।

কিন্তু রাজার চোখকে সে ধোঁকা দিতে পারে নি।

রাজা যখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে এখানে প্রবেশ করেছ?

তখন সে নিরুত্তর রইল।

সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সেখান হতে বার করে দেওয়া হলো।

এই আত্মধার্মিক লোক, যারা নিজেদের ধার্মিকতায় ধার্মিক হতে চায় তারা খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করে না! (মথি ২২)

আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াবার যোগ্য নয়

আমি ধার্মিক নয় কিন্তু মহা পাপী।

আমি ভালো নয় কিন্তু মন্দ,

নিজের ভুলগুলি স্বীকার করে যে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল,

এবং বলছিল, হে ঈশ্বর এই পাপীর প্রতি দয়া কর।

আর এই বলে সে নিজের বক্ষে করাঘাত করছিল।

যারা সেই করগ্রাহীদের মতো ক্রন্দন করে খ্রীষ্টের সুসমাচার তাদের জন্য (লূক১৮)।

এক জন বলল, ওই দেখ, ও নিজের স্বামীকে ছেড়ে আরেক জনের সাথে বাস করছে, এ বিধিসম্মত নয় এবং তার পথসকল ভুল।

অন্য জন বলল ওর হৃদয় কি হেরোদিয়ার মতো নয় যে যোহনের মস্তক ছেদন করেছিল?

আমার সম্বন্ধে যা বলেছ তা নির্ভুল।

আমি ছয় জন পুরুষের কাছে আমার জীবন দিয়ে

নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছি,

কিন্তু তিনি আমার হৃদয়ের গুপ্ত বিষয় সকল বুঝলেও

আমাকে ভৎর্সনা করেননি

বরং আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন,

কারণ আমি আমার পাপ ঢাকিনি কিন্তু স্বীকার করেছি

আর তিনি আমার পাপ ক্ষমা করেছেন।

তিনি মশীহ এবং আমার আত্মার বন্ধু।

শমরীয়ার এই নারী তাঁর সাক্ষ্য বহন করেছিলেন।

যারা এই ভাবে নিজেদের পাপ স্বীকার করে ফিরে

আসে খ্রীষ্টের সুসমাচার তাদের জন্য। (যোহন ৪)

আমরা আপনার সামনে এমন একজনকে নিয়ে এসেছি

যে ব্যভিচার করা কালীন হাতে নাতেই ধরা পড়েছে।

আমরা ইহুদী, ব্যবস্থা পালনকারী,

আমরা সোনার মতো, আমরা ধার্মিক

ওই অধার্মিক ব্যভিচারীর মতো নই।

তারা অপরের সামনে তুরী বাজিয়ে নিজেদের ঘোষণা করল
কিন্তু তাদের ধার্মিকতা কতখানি তা একটি কথায় জাহির হলো।
প্রভু, আমি পাপী, আমাকে এদের হাত হতে রক্ষা করুন!
তোমাদের মধ্যে যে নির্দোষ সেই প্রথম পাথর মারুক।
মুহূর্তের মধ্যে তারা নিজেদের লুকালো, একে অপরের দিকে চাইল
তারা অপরের চোখে কুটা দেখছিল কিন্তু তাদের নিজেদের চোখে যে
কড়িকাঠ আছে তা দেখতে পায়নি।
তারা ছিল চুনকাম করা কবরের মতো যা বাইরে থেকে সুন্দর!
তারা খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করার যোগ্য ছিল না।
কিন্তু যারা মন্দ হতে দূরে যায় এবং তাঁর উপরে আশ্রয় নেয়
সুসমাচার তাদের জন্য।
খুনি এবং দুষ্টদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ যে তুমি:
তুমি কি সেই খ্রীষ্ট? বা মশীহ? অভিষিক্ত সেই ব্যক্তি? জগতের পরিত্রাতা?
আমার মনে হয় এ মিথ্যা কথা - আমাদের উত্তর দাও।
তুমি যদি তাই হও তবে নিজেকে এবং আমাদের এখনই উদ্ধার কর।
এই বলে মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগেও সে কখনো মনে করেনি যে সে একজন পাপী,
তার যে একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন সেটাও সে অনুভব করেনি।
সে জানত না যে সেই পরিত্রাতা তার নিকটেই আছেন।
নিজের মূর্খতার জন্য সে এই অপূর্ব সুযোগ হারিয়েছিল।
এই দস্যুর মতো যারা হটকারী, তারা অনন্ত বিনাশের পথে ধায়।
তারা জীবনে পাপ করেই চলে আর যখন তার জন্য শাস্তি পায়
তখন ঈশ্বরের প্রতি তাদের ক্রোধ প্রকাশ করে।
খ্রীষ্টের সুসমাচার তাদের জন্য নয়।
আমরা পাপ করেছি তাই মারা পড়ি,
কিন্তু তুমি একজন পাপী নও,
তুমি কি সেই জন নও যিনি বলেছিলেন:
কে আমাকে পাপী বলে প্রমাণ করতে পারে?
আমি সেই স্থানে যেতে চাই যেখানে আপনি যাবেন।
আমার ইচ্ছা কি পূর্ণ করবেন?
এই বলে সে নিজের ভূল বুঝতে পেরেছিল
সে বুঝেছিল যে ইনিই সেই জন যিনি পাপ ক্ষমা করতে পারেন।

অনুগ্রহের কারণে এই দুর্লভ সুযোগ সেই দস্যু হাত ছাড়া করেনি।
পৃথিবীতে তার চোখ বন্ধ করার আগে সে পরমদেশে তার চোখ খোলার সুযোগ পেয়েছিল।
এই ভাবেই যারা মৃত্যু মুখেও প্রভু যীশুর প্রতি তাকায়
তারা সুসমাচার গ্রহণ করতে পারে।
ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে এক অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে
সাধারণ মানুষ হিসাবে তিনি ৩০ বছর অতিক্রম করেছিলেন,
অত্যন্ত নম্রতার সাথে তিনি সাড়ে তিন বছর পরিচর্য্যা করেছিলেন।
প্যালেষ্টাইনের ধূলাময় রাস্তায় পায়ে পায়ে হেঁটে
তিনি মেষপালকের মতো ঘুড়ে বেড়িয়েছিলেন।
শেষে তিনি মানুষের হাতে পড়ে নিপীড়িত হয়েছিলেন।
তিনি বলি হিসাবে ক্রুশের উপরে আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন।
ইহুদীরা যখন তাঁর দিকে ঠাট্টা করে বলেছিল দেখ
এ নিজেকে ঈশ্বর বলে কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারে না?
এই ধরণের মানুষ খ্রীষ্টের ক্রুশের কাছে এসেও তাঁকে চিনতে পারে না
সুসমাচার তাদের জন্য নয়। (লূক ২৩)
মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়,
মেষী যেমন লোমচ্ছেদকদের সামনে নীরব হয়,
সেইরকম তিনি মুখ খুললেন না।
যিশাইয় ভাববাদী যে মশীহর কথা বলেছিলেন তা
সমস্ত অন্তঃকরণের সাথে গ্রহণ করে তিনি ফিলীপকে
বলেছিলেন, আমি ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করি।
রথ থেকে নেমে আমাকে বাপ্তিস্ম দান করুন।
তিনি এক উচ্চ পদে আসীন হলেও তার হৃদয় শিশুর মতো সরল ছিল।
এই ইথিওপীয় নপুংসকের মতো যাদের হৃদয়,
সুসমাচার তাদের জন্য (প্রেরিত ৮)।
জগতের অর্থে জ্ঞানী মানুষ জিজ্ঞেস করে পাপীদের উদ্ধার করতে স্বর্গ হতে নেমে আসার কি প্রয়োজন?
আর এলেই বা এতো নম্র দীনহীন ভাবে থেকে মৃত্যুর কি প্রয়োজন?
কিন্তু শাস্ত্র বলে সেই ক্রুশের কথা, যাহারা বিনাশ পাইতেছে তাহাদের কাছে মূর্খতা,
কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা, আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ।

(১করিন্থীয় ১:১৮)।

গ্রীক হলেও তারা যীরুশালেমের পর্বে এসেছিল এবং যীশুর অন্বেষণ করেছিল।

তারা ফিলীপকে বলেছিল, আমরা গ্রীস হতে এসেছি আমরা যীশুকে দেখতে চাই।

এই গ্রীকদের মতো যারা যীশুকে দেখতে ইচ্ছুক সুসমাচার তাদের জন্য! (যোহন ১২)।

কার দ্বারা?

ফরৌণের রাজপ্রাসাদে ৪০ বছর ধরে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন তিনি বাক্যে এবং শক্তিতে বলবান। তিনি তরবারির সাহায্যে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করার চিন্তা করেছিলেন কিন্তু তাঁকে প্রান্তরে পলায়ন করতে হয়েছিল- মোশি নিজ বলের উপর নির্ভর করেছিলেন তাই খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে পারেননি।

(যাত্রাপুস্তক ২)

আমার জ্ঞানে নয় কিন্তু আমি তোমাকে ঝোপের আগুনের মধ্যে দেখেছিলাম বলে,আমার নিজ বলে তরবারি হাতে নেবার জন্য নয় কিন্তু তোমার দত্ত লাঠি হাতে নেবার ফলে আমি তোমার বলে ইস্রায়েলীদের উদ্ধার করে তাদের এমন স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম যেখানে তারা তোমার আরাধনা করবে।

তিনি প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে কথা বলতেন এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে গমনাগমন করতেন।

প্রভু যীশুর সুসমাচার ঘোষণা

(যাত্রাপুস্তক ৩)

শত্রুর রণনাদ শুনেও যারা সাহায্য করতে এগিয়ে এলনা কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্য পালাল, তারা সদাপ্রভুর পক্ষে দাঁড়াল না। দবোরা তাদের কথা বললেন যারা মেষবাথানে বসে থাকল। এই ধরণের মানুষের দ্বারা সেদিনকার মতো আজও যীশু খ্রীষ্টের সুসামচার প্রচার সম্ভব নয়।

(বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ৫:১৬,১৭,২৩)

আমি যদি উঠে না দাঁড়াতাম তবে আরও ক্ষতি হতো তাই দবোরা বারুকের সাথে ক্রোধে উঠে দাঁড়ালেন। যারা তাদের সাথে সমস্ত হৃদয়ের সাথে যোগ দিল তারা নিজেদের জীবনের পরোয়া করেনি। শত্রুর মস্তক গোঁজ দ্বারা বিদ্ধ করে স্বর্গের ঈশ্বর তদের শত্রু হতে উদ্ধার করলেন। সীষরার রথ সকল পুড়িয়ে দেওয়া হলো। আর এই কাজ যারা ঈশ্বর বিশ্বাসে এগিয়ে এলো তাদের দ্বারা সম্ভব হলো।

খ্রীষ্ট যীশুর সুসমাচার সমস্ত গ্রামে এবং শহরে প্রচার করা হয়।

(বিচারকর্ত্তৃগণ ৪, ৫)

ঈশ্বরের রব শুনে হে আমার পুত্র দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে যাও।

ঐশ্বরিক রব শুনলে ঐকান্তিকতা, সম্মান এবং প্রকৃত সমর্পণের মাধ্যমে সেই আত্মিক কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা এই ধরণের আহ্বান উপেক্ষা করে বা তা নিয়ে

ঠাট্টা করে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং তাঁর দত্ত নিরুপিত কাজ পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়। এমন মানুষের দ্বারা সুসমাচার প্রচার সম্ভব নয়।

সুসমাচার প্রচার করতে হলে হৃদয়ের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন এবং কৃতজ্ঞ হয়ে সেই বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এইকাজে উৎসর্গ করা প্রয়োজন যেন সেই কাজ কার্য্যকারী ভাবে সম্পাদন সম্ভব হয় এবং তাহলেই সুসমাচার প্রচার যথার্থরূপে হবে।

(মথি ২১:২৮-৩১)

যীশুর অনুগামীদের মধ্যে যখন মতভেদ আসে, যখন কেউ বলে আমি পৌলের এবং আমি আপোল্লের তখন খ্রীষ্টের কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়, কারণ দলাদলি শুরু হয়। ক্রুশ বহন করার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে। ফলে আত্মিক অসুস্থতা নেমে আসে এবং এই রকম অবস্থায় সুসমাচার প্রচার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(১ করিন্থীয় ১)

পৌল রোপণ করলেন এবং আপেল্লো জল সেচন করলেন

কিন্তু বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বর।

আসুন আমরা একসাথে তাঁর নাম উচ্চীকৃত করি।

যাদের এই ধরণের মনোভাব তারা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এক হয়েছে। তাদের দ্বারা দ্রুত সুসমাচার প্রচার সম্ভব।

(১ করিন্থীয় ৩)

যারা সদাপ্রভুর আহ্বান পেয়েও প্রশ্ন করে এবং সেই আহ্বানের গুরুত্ব বুঝতে চায় না, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় তালন্ত এবং সরঞ্জাম থাকলেও তা উপেক্ষা করে, নানা রকম সাহায্য পেলেও সুসমাচার প্রচারের আহ্বান উপেক্ষা করে তাদের হৃদয় জড় হয়ে গেছে। আর তাই তারা যারা আত্মায় মৃত তাদের সাথে যোগ দেয়। এদের দ্বারা সুসমাচার প্রচার সম্ভব নয়।

(যিহিষ্কেল ৩৩)

যারা আহ্বান লাভ করে দৃঢ়তার সাথে, ভয়শূন্য হয়ে নিজেদের সুসমাচার প্রচারের জন্য উৎসর্গ করেছে এবং তাদের উৎস যাই থাকুক না কেন (উদাহরণস্বরূপ পুরাতন নিয়মের শিমশনের হাতে গাধার হনু)তারা এই ভারগ্রস্থতা নিয়ে উৎসাহ সহকারে এগিয়ে চলে, তারা এই কাজ সম্পূর্ণ করতে ঐশ্বরিক সাহায্য লাভ করে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার কার্য্যকারী ভাবে করতে সমর্থ হয়।

(রোমীয় ১:১৪-১৭)

হ্যাঁ যাদের এইরূপ ইচ্ছা রয়েছে,

খ্রীষ্টের সুসমাচার তাদের স্পর্শ করে আশীর্বাদ করে এবং তাদের মাধ্যমে যারা তাদের কাছে আসে তারাও সেই আশীর্বাদের অধিকারী হয়।

আমেন।

সভাপতির পক্ষ থেকে...

খ্রীষ্টে প্রিয় ভ্রাতা ভগ্নী, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনাদের জন্য শান্তি এবং অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের সমর্পণ পত্রিকায় আপনাদের কাছে কিছু লিখতে সক্ষম হয়েছি। আমি যখনই লিখতে বসি তখন পুরানো নানা ঘটনা আমার মনে পড়ে যায়। ''আমি পূর্বকালের দিন সকল স্মরণ করিতেছি, তোমার হস্তের কার্য্য অলোচনা করিতেছি।'' (গীতসংহিতা ১৪৩:৫)।

আমাকে ১৯৯৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় বিরগাট্টাম অঞ্চলে একটি যুবকদের জন্য আয়োজিত সভায় ঈশ্বরের বাক্য বলার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। সভার আগের দিন রাতে আমি গীর্জের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি কে? কেন এখানে এসেছেন?'' আমি উত্তর দিলাম যে এখানে যুবদের সভায় আমি ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে এসেছি। আমি যখন সেই ব্যক্তির বিষয়ে খোঁজ নিলাম তখন সে আমাকে উত্তর দিল আমি এই শহরের সেমিনারীতে ৭ বছর পড়াশোনা করেছি একজন ক্যাথলিক পুরোহিত হবার জন্য। তিনি আমাকে ইষ্টার্ন ঘাটের দিকে দেখিয়ে বললেন ঐখানে পাহাড়ে অনেক সুন্দর গ্রাম রয়েছে যেখানে ঈশ্বরের কোন দাস সেবার জন্য নেই। পালকেরা বেশীর ভাগ শহরে থাকতে চায় কারণ সেখানে নানা সুবিধা রয়েছে। এই বলে সে চলে গেল।

পরের দিন সভায় তেলেগু ভাষী যুবকে ভরে গেল আর আমি দেখতে পেলাম কিছু সৌরা যুবক গীর্জের বাইরে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য শুনছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম তারা যীশুকে জানে কিনা? তারা উত্তরে বলল হ্যাঁ। কিন্তু কিভাবে তারা তা জানে প্রশ্ন করলে তারা উত্তর দিল যে গ্রামের লোকেরা রেডিওতে বিশ্ববাণীর তেলেগু অনুষ্ঠান শুনে প্রতি রাত্রে তা জেনেছে। তাদের আগ্রহ এবং আনন্দ দেখে আমরা বললাম আমাদের কাছে এক সুসমাচারের ভ্যান রয়েছে যা নিয়ে আমরা তোমাদের গ্রামে কাল যাব। তারা আমাদের আনন্দের সাথে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল যে তারা এর জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। আমরা একজনকে বলেছিলাম যাতে আমাদের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে কারণ তাদের গ্রামটি জঙ্গলের মধ্যে।

পরের দিন আমাদের গাড়ি সময় মতো সেই স্থানে পৌঁছাতে পারল না কারণ সেখানকার রাস্তা বড়ো অসমান। সেইসব দিনে যোগাযোগ করার ব্যবস্থাও ছিল না আর তাই বেশ দেরী হয়ে গেল। কিন্তু দেরী হলেও সেই ব্যক্তি নিরূপিত স্থানে অপেক্ষা করছিল। আমরা গাড়ি থামিয়ে সেই গভীর অরন্যর দিকে হেঁটে

চললাম। দেখলাম গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানকার সবাই মহা উৎসাহে আমাদের চারপাশে এসে জড়ো হলো। আমরা সেখানে একটি সভার আয়োজন করলাম। এই গ্রামে কোন গীর্জা এবং কোন পালক ছিল না। রেডিওর অনুষ্ঠানই তাদের শিক্ষক ছিল এবং তাদের ঈশ্বরের দিকে চালিত করেছিল।

উড়িষ্যার সৌরা ব্যপটিষ্ট গীর্জার সাথে বিশ্ববাণী কাজ করত। আমাদের রেডিও অনুষ্ঠান হতো এবং পরবর্তী কালে তা যোগাযোগের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো।

শান্তিমানগুদা নামে যে গ্রামটিতে আমরা ৩০ বছর আগে গেছিলাম তা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই গ্রামটির ১০০ শতাংশ মানুষই খ্রীষ্টিয়ান। এরপর আমার সাথে দুইজন যুবক কুর্মা রাও এবং আনন্দ রাও এর দেখা হলো। তারা যে কেবল যথেষ্ট শিক্ষিতই নয় কিন্তু সেইসাথে সুসমাচারের কাজের জন্য উৎসাহী। আমরা তাদের দুজনকেই আমাদের হায়দ্রাবাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে এসে ১৯৯৪ সালে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। শেষে অন্ধ্রপ্রদেশের সৌরা লোকেদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজ শুরু হয়েছিল। আনন্দ রাওকে পালকীয় কাজের জন্য অভিষিক্ত করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি সৌরা গ্রাম গুলির পরিচর্য্যা কাজের কোর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করছেন। সেইসাথে তিনি সৌরাদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজের জন্য যুবকদের গড়ে তুলছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ২টি জেলায় আমাদের ১৬৪টি মিশন ক্ষেত্র রয়েছে। তিনিই ৮২২টি সৌরা গ্রামে পরিচর্য্যা কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, এবং সেখানে ২০৪টি গীর্জা নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের দর্শন রয়েছে যেন ২০৩০ সালের মধ্যে ১২৫০টি গ্রামে সুসমাচার প্রচার করা যায়।

২৭ তম সৌরা সম্মেলন:

বিগত ২৬ বছর ধরে ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে যে সৌরা সম্মেলন হয় তাতে যোগদানকারী বিশ্বাসীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছে। পবিত্র আত্মার কারণে সেখানকার কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথম দিকে এই দলটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল। এখন সেখানে ১৫,০০০ বিশ্বাসী সমবেত হয় এবং তিনদিনের এই সম্মেলনে যোগ দান করে। তারা তাবুতে থাকে এবং যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে উৎসাহের সাথে আরও জানতে ইচ্ছা করে। এই বছরে ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারী মাসে আবার এই সৌরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। মিশনারী এবং মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ বিগত দুই মাস ধরে এর জন্য নানা কাজ করে চলেছেন। দয়া করে তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন।

২০১৬ সালে ভুমিকাগুদা গ্রামে গভীর অরণ্য হতে হাতি এসে সমস্ত বাড়ি ঘড় নষ্ট করে দেয় কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানদের সাহায্যে আমরা আবার ১৪টি গৃহ এবং

একটি গীর্জা নির্মাণ করতে সক্ষম হই। এরজন্য ঈশ্বরের গৌরব হোক।

এগিয়ে এসে পরিচর্য্যা কাজের জন্য আপনাদের অংশ পাঠান!

ভুমিকাগুদায় আয়োজিত ২৭ তম সৌরা সম্মেলনে আমরা ১৫,০০০ বিশ্বাসী সমবেত হবে বলে আশা করছি এবং এরজন্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। সেখানে তিনদিনের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা হয় এবং মাদুর, লাইট, আলো এবং প্রভুর ভোজের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রয়োজন হয়। এই সভা সফল করে তুলতে আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। প্রয়োজনে আপনাদের অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করুন, বিশেষ করে যদি আপনি সেই সভায় যোগদান করতে চান।

একসময় তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিল কিন্তু এখন সুসমাচারের আলোকে তাদের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাদের মধ্যে এখন অনেকে ডাক্তার, নার্স এবং ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। তারা প্রভু যীশুর জন্য জীবন যাপন করছে। প্রভুর প্রশংসা হোক। দয়া করে এগিয়ে এসে এই সৌরা গ্রামের পরিচর্য্যা কাজকে সাহায্য করুন। প্রভু আপনাদের আশীর্বাদ করুন।

> “ পৃথিবীর প্রান্তস্থিত সকলে স্মরণ করিয়া সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবে; জাতিগণের সমস্ত গোষ্ঠী তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করিবে।” (গীতসংহিতা ২২:২৭)।

হায়দ্রাবাদ
১৩/১/২০২৪

খ্রীষ্টে আপনাদের ভাই
পি. সেলভারাজ

ভাই অনুগ্রহ ধরে রাখুন। কিনসন এবং তার দুই ছেলে ড্যানিয়েল এবং পেনিয়েল যিনি

‘দ্য লর্ডস সোর্ড’ সেবাকাজের প্রতিষ্ঠাতা, এবং তারা তুতিকোরিনে আনন্দের সাথে আমাদের সেবাকাজকে সমর্থন করে চলেছেন।

ভাই কিনসনের স্ত্রী মিসেস প্রিয়া কিনসন (৪৮) ৯/১২/২০২৩ তারিখে প্রভুর রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। প্রভু তার পরিবারের সকল সদস্যকে তাঁর ঐশ্বরিক সান্ত্বনা দান করুন।

তদুপরি, তারা গত ১৪/১২/২৩ তারিখে পূর্বপরিকল্পিত হিসাবে ৭তম মিশনারীকে উৎসর্গের মধ্য দিয়ে উড়িষ্যার হো জনজাতির পরিত্রাণের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

আমরা যে কোন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণের জন্য প্রশংসা করি।

– মেলবান

যীশু - হলেন এখন এবং চিরকালের জন্য কেবল একমাত্র সুসমাচার

- রেভাঃ ডাঃ ইম্মানুয়েল জ্ঞানরাজ- প্রেয়ার নেটওয়ার্ক

> সমস্ত মানবজাতির জন্য কেবল একটি আনন্দের সমাচার। কেবল এইটিই স্বর্গ হতে দেওয়া হয়েছে।

হ্যাঁ প্রিয়তমেরা যীশু বিষয়ক সুসমাচার হলো একমাত্র বিষয় যা স্বর্গ হতে দত্ত হয়েছে। লূক লিখিত সুসমাচারের ২:১০-১১ পদে লেখা রয়েছে, ''ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি, সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে; কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট প্রভু,'' বড়দিনের সময় দূত এই বার্তা বহন করে এনেছিলেন। আমার এমিল আন্নানের কথা মনে পড়ে যিনি বলতেন ''পাপের ক্ষমা হবে এই ত সুসমাচার''। প্রভু যীশু নিজেই হলেন মহান সমাচার! গ্রহণ করুন কারণ এই সমাচার সত্য!। আন্নানের কবিতার পরের দুটি লাইন আরও অর্থবহ। ''মানুষের প্রাণ শুচিকৃত হবার সমাচার'' ঈশ্বরের কাছে যে মানুষ পৌঁছাতে পারে এই সেই বিশেষ সমাচার! আপনি যদি এর স্বাদ গ্রহণ করেন তবে দেখবেন তা অতি মূল্যবান। নিজের জন্য তা গ্রহণ করুন কারণ এই সুসমাচার যথার্থ!' যীশু হলেন সেই সুসমাচার। যাদের অন্তঃকরণ শুচি তারা যীশুকে দেখতে পাবে (মথি ৫:৮)। এই সুসমাচার ঈশ্বর সম্বন্ধিত। যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ আমাদের অনন্ত জীবন দান করেছেন (রোমীয় ৬:২৩)। প্রভু যীশু মৃত্যুকে জয় করেছিলেন এই ত সুসমাচার।

প্রভু যীশু কে?

যদি স্বর্গ হতে যীশু বিষয়ক সুসমাচার দত্ত হয়ে থাকে তবে যীশু কে তা আমাদের খুঁজে দেখা উচিত। সদ্দুকী এবং ফরীশীরা এই বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল আর তাই তারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছিল। তারা যোহন বাপ্তাইজককে জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি সেই মশীহ কিনা যেন তারা লোকদের জানাতে পারে। যোহন উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি সেই মশীহ নন (যোহন১:২২)। আমরা যোহন ৮:২৫ পদে দেখতে পাই তারা আবার যীশুকে জিজ্ঞেস করছে যে তিনি কে?, ''কতকাল তুমি আমাদের প্রাণ দোদুল্লমান রাখবে, তুমি যদি মশীহ হও তবে আমাদের স্পষ্ট করে বল (যোহন ১০:২৪)। আমাদের শাস্ত্র হতে দেখা উচিত যীশু নিজেকে কিভাবে প্রকাশ করেছেন, আর তাহলে আমরা আমাদের সন্দেহ গুলি দূর করতে পারব।

আমি সেই

৪ পদে যীশু বলেছেন, ''আমি সেই'', এই বিষয়টি আবার প্রশ্ন জাগায় তিনি কে? আমাদের সেই পদগুলি দেখা উচিত যেখানে যীশু নিজেকে মশীহ হিসাবে প্রকাশ করেছেন যার জন্য তখনকার যিহূদীরা অপেক্ষা করছিল। আমরা যোহন ৪ যীশুর

সাথে শমরীয় নারীর কথোপকথন দেখতে পাই, যেখানে তিনি তার কাছে পান করার জন্য জল চেয়েছিলেন। সেই ঘটনায় সেই নারীর প্রশ্নের উত্তরে যীশু বলেছিলেন, ''ঈশ্বর আত্মা এবং প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে তাঁর ভজনা করে।'' সেই মহিলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''আমি জানি মশীহ যাকে খ্রীষ্ট বলে তিনি আসছেন। আর তিনি যখন আসবেন তখন আমাদের সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন''। তখন যীশু ঘোষণা করলেন যে তুমি যার সঙ্গে কথা বলছেন - তিনিই সেই।'' (যোহন ৪:২৬)।

ইহূদীরা এই বিষয়ে বিভ্রান্ত ছিল যে যীশু সেই মশীহ কিনা যিনি জগতের পরিত্রাণ করতে আসছেন? তাদের ক্ষেত্রে তার উত্তর যোহন ৮:২৪ এবং ২৮ পদে পাওয়া যায়, ''তোমরা যদি বিশ্বাস না কর যে আমিই সেই তবে তোমরা তোমাদের পাপে মরবে।'' তিনি বলেছিলেন যে তিনি স্বর্গ হতে এসেছেন মানুষকে উদ্ধার করতে। তিনি এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলেন যে তারা যদি তাঁকে বিশ্বাস করে তবে তারা পরিত্রাণ পাবে নচেৎ অনন্তকালীন বিচারে দন্ডিত হবে। যোহন ৮:২৮ পদে যীশু বলেছিলেন, ''মনুষ্যপুত্র উচ্চীকৃত হলে তোমরা জানবে যে আমিই সেই।'' যীশু শেষ ভোজে শিষ্যদের বলেছিলেন, ''ঘটবার পূর্বেই আমি তোমাদের বলছি যেন যখন তা ঘটে তখন তোমরা বিশ্বাস কর যে আমিই সেই।'' (যোহন ১৩:১৯)।

আমি জীবনের রুটি:

যীশু নিজেকে প্রকাশ করতে এবং তাঁর যে কর্ত্তৃত্ব রয়ছে তা প্রকাশ করতে যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন তা হলো ৫০০০ মানুষকে আহার দান এবং তাও কেবল মাত্র ৫টি রুটি এবং দুটি মাছ দিয়ে। এরপর যীশু বলেছিলেন, ''সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা চিহ্ন কার্য্য দেখিয়াছ বলিয়া আমার অন্বেষণ করিতেছ তাহা নয়; কিন্তু সেই রুটি খাইয়াছিলে ও তৃপ্ত হইয়াছিলে বলিয়া।'' (যোহন ৬:২৬)। ''কেন অখাদ্যের নিমিত্ত রৌপ্য তৌল করিতেছ, যাহাতে তৃপ্তি নাই, তাহার জন্য স্ব স্ব শ্রমফল দিতেছ? (যিশাইয় ৫৫:২)।''

এরপর যীশু ঘোষণা করলেন, ''আমিই সেই জীবন খাদ্য।'' যে ব্যক্তি আমার কাছে আসে সে ক্ষুধার্ত হইবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে সে তৃষ্ণার্ত হইবে না। আমিই সেই জীবন খাদ্য যা স্বর্গ হতে নেমে এসেছে। যেন লোকে তাহা খায় ও না মরে। আর আমি যে খাদ্য দিব সে আমার মাংস, জগতের জীবনের খাদ্য'' (যোহন ৬:৩৫,৪৮,৫১)।

প্রভুর ভোজের সময় তাঁর স্মরণার্থে রুটি ভাঙ্গা হয়।

আমিই মেষদিগের দ্বার

যোহন ১০ অধ্যায় পাঠ করুন যেখানে যীশু নিজেকে মেষদের দ্বার হিসাবে প্রকাশ করেছেন। তার পরিবারে আমরা তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। তাঁর

মেষগণ তাঁর স্বর শুনে তাঁকে অনুসরণ করে।

আমিই উত্তম মেষপালক

যোহন লিখিত সুসমাচারের ১০:১১ পদে যীশু নিজেকে উত্তম মেষপালক হিসাবে প্রকাশ করেছেন। আমরা যারা হারিয়ে গেছি উত্তম মেষপালক হিসাবে তিনি তাদের অন্বেষণ করেন। আমাদের উদ্ধার করতে তিনি নিজের জীবন দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছিলেন একজন উত্তম মেষপালক মেষেদের জন্য প্রাণ দেয় আর তিনি তা দিয়েছিলেন।

আমিই পুনরুত্থান ও জীবন:

আমাদের জন্য জীবন দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের জীবন শেষ হয়ে যায়নি। তিনি মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং আবার উঠেছিলেন। আমরা যীশুকে মার্থার কাছে এই বিষয়টি বলতে দেখি যখন তিনি মৃত লাসারকে জীবনে এনেছিলেন (যোহন ১১:২৫)।

আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। আর মার্থা তা বিশ্বাস করেছিলেন এবং লাসার জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। যারা বিশ্বাস করে প্রভু যীশু পুনরুত্থিত এবং জীবন, তারা মৃত্যুকে ভয় করে না।

আমিই পথ ও সত্য ও জীবন:

শিষ্যেরা যীশুর কাছে পিতাকে দেখাতে বলেছিল। আর তখন তিনি উত্তর করেছিলেন, ‘‘আমিই পথ ও সত্য ও জীবন’’ (যোহন ১৪:৬)। যে কেউ যীশুর মাধ্যমে পিতার কাছে আসতে পারে। ‘‘আর কাহারও কাছে পরিত্রাণ নেই, কারণ স্বর্গের নীচে আর এমন কোন নাম নেই যে নামে মানুষ পরিত্রাণ পাবে।’’ (প্রেরিত ৪:১২)।

আমিই দ্রাক্ষালতা:

যারা গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর যীশুকে পাঠিয়েছিলেন যেন মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে, তাদের সকলকেই ফলবান জীবন যাপন করতে হবে। তাদের শুধু এক খ্রীষ্টিয় সহভাগিতায় যোগ দিলেই চলবে না। কিন্তু তাঁর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আর যীশু যোহন ১৫ অধ্যায়ে সেই কথা বলেছেন, ‘‘আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা, আমাতে থাক’’।

প্রিয়তমেরা, এই যীশু আমাদের, আমরা কি তাতে দৃঢ় থেকে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারিনা? নাকি আমরা শৌলের মতো তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করছি, যাকে যীশু দম্মেশকের পথে বলেছিলেন, ‘‘আমি যীশু যাঁকে তুমি তাড়না করছ’’। যীশুকে নিজের করে নেবার মতো আশীর্বাদ আর কিছুতে নেই।

ক্ষেত্র সমাচার

ধন্যবাদ ও প্রশংসা

... কেননা হে সদাপ্রভু, তুমি আপন ইচ্ছামত কর্ম্ম করিয়াছ।" যোনা ১:১৪

জম্মু-কাশ্মীর

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: প্রাগওয়াল মিশন ক্ষেত্রস্থ গ্রামগুলিতে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ১৫৩ জন খ্রীষ্টের শান্তি লাভ করেছে। ২৫ জন খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করে বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় যোগদান করেছে। ক্রীমচি গ্রামের কামিনি ও তার পরিবার প্রভুর অনুগ্রহে দীর্ঘ ৪ বছর পর সন্তান লাভ করেছে। গারোথা মিশন ক্ষেত্রে নতুন ৫টি পরিবার বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় যোগদান করেছে।

প্রার্থনা করবেন: সাঞ্জয়ালী মাণ্ডি যেন সুসমাচার শ্রবণের জন্য গৃহের দরজা খুলে দিতে পারে। বিজয়পুর গ্রামের গব্বর যেন দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে পারে। ভাই রাহলের পিতা প্রভুর রাজ্যে প্রবেশ করেছে প্রভু যেন তাদের পরিবারে তাঁর সান্ত্বনা দান করেন। জয়ানাভিলা এবং রামনগর গ্রামের যারা প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছে তারা যেন খ্রীষ্টতে বৃদ্ধি পেতে পারে।

হিমাচল প্রদেশ

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ১২ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। প্রভুর অনুগ্রহে ভাই গুরুদেব ও তার পরিবার সন্তান লাভ করেছে। চিলালা ক্ষেত্রে প্রভুর গৌরবের জন্য একটি চার্চ উৎসর্গীকৃত হয়েছে। বনগ্রাম গ্রামে চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: দোলা গ্রামে যেন সুসমাচার প্রচারে প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হতে পারে। ২২৩টি গ্রামে যেন সুসমাচারের বীজ রোপন হতে পারে। মিশনারী প্রেম চৌনারা ও তার পরিবার দীর্ঘ ৬ বছর ধরে সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছে প্রভু যেন তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। নাগরোটা সুরিয়ান গ্রামের বিশ্বাসীদের মধ্য দিয়ে যেন

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে সুসমাচার পৌঁছাতে পারে।

পাঞ্জাব

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মিশন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ৪৮ জন পাপের ক্ষমা লাভ করেছে। ১৬ জন পাপ স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। মিশন ক্ষেত্রের ৩০টি নতুন পরিবার বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় যোগদান করেছে। মিশনারী সন্দীপ কুমার এবং জয়তী প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সন্তান লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: প্রমানন্দ গ্রামের বিশ্বাসীরা যেন আত্মিকতায় বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। মিশনারী ডেভিড মশি কিডনী রোগে কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন তার চিকিৎসাতে সাড়া দান করেন। ১০টি গ্রামে যুবকদের সভা সুন্দর ভাবে যেন অনুষ্ঠিত হতে পারে। ১৮ জন যুবক পূর্ণকালীন সেবাকাজের জন্য এগিয়ে এসেছে তারা যেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদান করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ – কোলকাতা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: রাইনা গ্রামে উপবাস প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অলৌকিক কাজ করে চলেছে। গোপিনাথপুর বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় ৪ জন নতুন বিশ্বাসীরূপে যোগদান করেছে। ৯ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। মিশন ক্ষেত্রে অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ৩৯০ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণের সুযোগ পেয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: মিশনারী পিকন সিং বৈদ্যপুর গ্রামে প্রভু বাক্যকে বহন করে চলেছে প্রভু যেন তার কাজকে আশীর্ব্বাদযুক্ত করেন। ১৪০ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। তেঘরী এবং নিমাইচান্দঘর গ্রামে যেন ঈশ্বরের বাক্য পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। সরিষা গ্রামের অনুষ্ঠিত আরাধনা দলে ৪৫ জন উপস্থিত হয়ে তাঁর আরাধনা করে থাকে প্রভু যেন তাদের একটি পাকা চার্চ পেতে সাহায্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গ – দার্জিলিং

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ভুবন জোট গ্রামে অষ্টমতম সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাস শুরু হয়েছে। ঘোষপুকুর গ্রামে উদ্দীপনা সভার মধ্য দিয়ে প্রভুর বাক্য ছড়িয়ে পড়ছে। ফুলবাড়ি গ্রামের ১২টি পরিবার প্রভুর বাক্য শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আরশী মিঞ্জ ও তার পরিবার খ্রীষ্টের শান্তি লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: শিমান্তি ওরাং ব্রেণ টিউমারে কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। দার্জিলিং জেলার ১৫টি গ্রামে যেন মিশনারী প্রেরণ হতে পারে। মাটিগাড়া এবং টাইপো গ্রামে যেন অন্বেষীদের সভাগুলি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হতে

পারে। ৪ জন বিশ্বাসী স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন।

সিকিম

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মিশন ক্ষেত্রে প্রথমবার ২৭৩ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের শান্তি লাভ করেছে এবং তারা পরবর্ত্তী সময়ে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রভুর বাক্য শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কামবোল গ্রামের বিকাশ লিম্বো সুসমাচার শ্রবণের মধ্য দিয়ে মদ্য পান ত্যাগ করেছে এবং পরিবারে শান্তি ফিরে এসেছে। পৌলিকা রাই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শ্রবণ ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। মিশন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় নতুন ৫ জন যোগদান করেছে।

প্রার্থনা করবেন: লোয়ার ভালুথাং, লোয়ার রিম্বি এবং লোয়ার রাকসেই অঞ্চলে যেন মিশনারীদের জন্য প্রভু গৃহ নির্মিত হতে সাহায্য করেন। তাপুর গ্রামের বিশ্বাসীরা যেন আত্মিকতায় বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। মিশন ক্ষেত্রে ২৫ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে প্রভু যেন তাদের দয়া করেন। হাতিডুঙ্গা এবং তেসাংথং গ্রামের মানুষেরা প্রভুর বাক্য শোনার জন্য যেন আগ্রহ প্রকাশ করে।

ত্রিপুরা

প্রভুর ধন্যবাদ হোক: প্রভুর অনুগ্রহে ৪৫ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। হোলাথাংথাই গ্রামে প্রভুর গৌরবের জন্য একটি চার্চ উৎসর্গীকৃত হয়েছে। প্রভু যীশুর নামের শক্তিতে কমল দেববর্মা দীর্ঘ ৪ বছর ধরে আবধ্য মন্দ আত্মার শক্তি থেকে মুক্তি লাভ করেছে। খাওয়াই মিশন ক্ষেত্রে ১৮ জন দীর্ঘ দিন ধরে প্রভুর বাক্য শ্রবণ করে আসছিল কিন্তু প্রভুর অনুগ্রহে তারা নতুন জীবন লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: ফুলথালি গ্রামে ভাই পিযুষ ড্রাগে আসক্ত হওয়াতে পরিবারের লোকজন অর্থভাবে ভুগছে প্রভু যেন ড্রাগের নেশা থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেন। জামপুইজালা গ্রামের ১৬ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে প্রভু যেন তাদের নতুন জীবন পেতে সাহায্য করেন। বিশ্রামগঞ্জ গ্রামের বোম মেরী দেববর্মা ও তার ১২ বছরের সন্তান আইকা সে তার জন্মদাতাকে এই জগতে হারিয়েছে প্রভু যেন সেই পরিবারে তাঁর ঐশ্বরিক সান্ত্বনা দান করেন। ৪৫ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেন।

আসাম

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: লক্ষ্মিগাঁও গ্রামে প্রভুর অনুগ্রহে একটি চার্চ উৎসর্গ হয়েছে এবং এই চার্চটি আশেপাশের গ্রামের মধ্যমণি হয়ে প্রভুর বাক্যকে ছড়িয়ে দিতে ততপর হয়েছে। সোনিতপুর এবং গোলপাড়া জেলাতে প্রভুর বাক্যকে ছড়িয়ে

দেওয়ার জন্য ৪৫টি নতুন গ্রাম চয়ন করা হয়েছে। মিশন ক্ষেত্রে বোরো, মিশিং এবং রাভা জনজাতির জন্য প্রভু নতুন ৮টি চার্চ পেতে সাহায্য করেছেন। লোপাংটোলা গ্রামের বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের উদ্বুদ্ধ হয়ে চার্চ নির্মাণের জন্য জমি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: চন্দনপুর এবং ধরমপুর চার্চের মধ্যে দিয়ে যেন গ্রামের মানুষেরা সত্য ঈশ্বরের ভজনা করতে পারে। ঔনারি গ্রামে বিশ্বাসী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে চার্চের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে প্রভু যেন সেখানে একটি চার্চ নির্মাণ হতে সাহায্য করেন। কোকরাঝাড় জেলার সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে যেন সামাজিক উন্নয়নের কর্ম্মপন্থাগুলি শুরু হতে পারে। সুরসাকাটা গ্রামের বীর্জু নার্জিনারী ফুসফুস এবং পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন তার অসুস্থ স্থানগুলিকে স্পর্শ করেন।

মণিপুর

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ৫৯টি গ্রাম প্রভুর অনুগ্রহে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিশোর সিং এবং সরিতা চানু তাদের বাসগৃহটি বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাসের জন্য গৃহের দরজা উন্মুক্ত করেছে। মামং লেকাই গ্রামের ভাই সুবাষ ও তার পরিবার খ্রীষ্টের শান্তির বাহকরূপে গ্রামগুলিতে সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। খুমপাম গ্রামের ৪টি পরিবার প্রভুর বাক্য শ্রবণের মধ্য পাপের ক্ষমা লাভ করেছে এবং তারা বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় যোগদান করেছে।

প্রার্থনা করবেন: বিশ্বাসী প্রেমজিৎ এবং বোন সারিনা দেবী মিশন ক্ষেত্রে বিশ্বাসে বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে শক্তিযুক্ত করেন। প্রভু যেন সেই সমস্ত অসহায় মানুষদের পরিবারে সান্ত্বনা দান করেন যারা তাদের প্রিয়বর্গকে হারিয়েছেন এবং ঘর আগুনে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ১০ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। লামকা এবং মোইরাং গ্রামে যেন খ্রীষ্টের সুসমাচার বৃদ্ধি পেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ধারিয়া গ্রামের ১২টি নতুন পরিবার খ্রীষ্টের সুসমাচার লাভ করেছে। মইনাবাড়ি গ্রামের মানুষেরা প্রভুর বাক্য শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। গোধামুর্ম্মু এবং তার পরিবার সিংগিমারি গ্রামে তাঁর শান্তির বার্তাকে বহন করে চলেছে। যুবক অবিনাশ মুণ্ডা প্রভু যীশুকে নিজের মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: রাংথেঙ্গা গ্রামের বাইবেল অধ্যয়ন কেন্দ্রটি যেন আরাধনা কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। বিশ্বাসী প্রসেনজিৎ দাসের মধ্য দিয়ে যেন পরিবারের বাকি সদস্যরা প্রভুর খোঁয়াড়ে আসতে পারে। দায়াগুড়ি চার্চের মধ্য দিয়ে যেন পাশ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে সুসমাচার পৌঁছাতে পারে। শিবরাম সরেন এবং আখিল রাই ও তাদের পরিবারবর্গ যেন খ্রীষ্টকে নিজের মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করতে পারে।

উত্তরাখণ্ড

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: অতল অঞ্চলে ঈশ্বরের বাক্য বীজ আকারে রোপিত হয়েছে। মিশন ক্ষেত্রে প্রথমবার ২২৬ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে। গঙ্গনপুর গ্রামের মানুষেরা প্রভুর বাক্য শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিশ্বাসী শোভানা এবং তার পরিবারবর্গ সুসমাচার শ্রবণের জন্য গৃহের দরজা খুলে দিয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: ৪টি আরাধনা দলের সদস্যরা যেন ঈশ্বরের বাক্যে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। নাকুলিয়া গ্রামে যারা প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছে পবিত্র আত্মা যেন তাদের অন্তরে কথা বলেন। ২৩ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। উত্তরকাশী জেলার গ্রামগুলিতে যেন প্রভুর বাক্য পৌঁছাতে পারে।

রাজস্থান

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: প্রভু যীশু নামের শক্তিতে যুবক বাবু গারাসিয়া ড্রাগের নেশা থেকে মুক্তিলাভ করেছে। ধানপুরা গ্রামের নানালাল ও তার পরিবার খ্রীষ্টের শান্তি লাভ করেছে। মিশন ক্ষেত্রে ৩৭ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। দাবাদি এবং দাবদিদুধা গ্রামে প্রভুর সুসমাচার পৌঁছেছে।

প্রার্থনা করবেন: লালাদা এবং থোমাট গ্রামে যারা প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছে তারা যেন পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারে। পুনাকান্দর এবং বাবলি দীর্ঘ ৯ বছর ধরে সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছে প্রভু যেন তাদের কোলে সন্তান দান করেন। গঙ্গারটালাই গ্রামে সুসমাচার প্রচারের জন্য কর্মীর প্রয়োজন প্রভু যেন তা পুরণ করেন। জাগতা গ্রামের কামেশ ও তার পরিবার যেন খ্রীষ্টের শক্তি, ভালাবাসা ও বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে পারে।

উড়িষ্যা- হো, সাঁওতাল

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: সাঁওতাল এবং হো জনজাতির ১৯ জন যুবক সুসমাচার প্রচারের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। জোধা এবং বাধবিল গ্রামে সুসমাচার প্রচারের জন্য গৃহের দরজাগুলি উন্মুক্ত হয়েছে। নতুন ১১ জন যীশু খ্রীষ্টকে নিজের মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করে প্রকাশ্যে তা স্বীকার করেছে। ৯টি মিশন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত

Donate online

Bank : State Bank of India A/C Name: VISHWA VANI
A/C No. : 10151750252 IFS Code : SBIN0003273
Branch : Amanjikarai, Chennai - India.
Please update us with the transaction detail
so that we can acknowledge with the receipt.
Contact ✆ 9443127741, 9940332294

UPI ID
vvadmin@sbi
UPI Name:
VISHWAVANI

উপবাস প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রভু অলৌকিক কাজ শুরু করেছেন।

প্রার্থনা করবেন: অদেল সাহি সুসমাচার প্রচারে বাঁধা দান করছে প্রভু যেন তার অন্তরে কথা বলেন। মিশন ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে ১০টি চার্চ নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে প্রভু যেন তা পূর্ণ করেন। ময়ুরনাচুনি গ্রামের কর্মীদের যেন পবিত্র আত্মা পরিচালনা দান করেন। ধান্দাপানি অঞ্চলে সুসমাচার বিষয়ক সভাগুলি যেন ধারাবাহিক ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ছত্তিশগড় – চম্পা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ১১ জন নতুন প্রভু যীশুকে নিজের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশুকে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে। নতুন ১০ জন মিশনারীর মধ্য দিয়ে প্রভুর বাক্য ৫০টি গ্রামে পৌঁছেছে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ভাই অর্জুন মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। মিশন ক্ষেত্রে ৭৫৪ জন মানুষ প্রথমবার সুসমাচার শ্রবণের সুযোগ পেয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: জোরাদোল এবং সোন্তারাই গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে। যুবক ভাই দীনেশ পরিত্রাণের মধ্য দিয়ে যেন ড্রাগের নেশা থেকে মুক্তিলাভ করে। আনুসুনিয়া ও তার পরিবার দীর্ঘ ১১ বছর সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছে প্রভু যেন তাদের পরিবারে সন্তান দিয়ে আশীর্ব্বাদযুক্ত করেন। ১০ জন মিশনারীর জন্য সাইকেলের প্রয়োজন তা যেন প্রভু পূর্ণ করেন।

শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ

৮ জন মিশনারীদেরকে গত ১৯/১১/২০২৩ তারিখে পিলায়ানমানাই হলি অ্যাসেনশন গীর্জার ১২৫ তম উৎসর্গীকরণ সভাতে মাননীয় যাজক রেভা: জেটি ড্যানিয়েল আলফ্রেড, এবং রেভা: সেলভারাজ ক্ষেত্রে প্রেরণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। আমরা যাজক, গীর্জা কমিটির সদস্যদের এবং মিশানারীদের সাহায্যকারী পরিবারবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। - জেনিশ

TO SEND SUBSCRIPTION FOR VISHWA VANI SAMARPAN

A/C Name: VISHWA VANI SAMARPAN
Bank: STATE BANK OF INDIA
A/C No.: 1040 845 3024
IFSC Code: SBIN0003870
Branch: ANNANAGAR WEST, CHENNAI

Please update us with the transaction detail so that we can acknowledge with the receipt.

✆ 044-26869200

তিন জন কার্ণেল...

আমরা ভগিনী হীরাবেনের (৫১ বছর) জীবনের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি, যাকে সেবাকাজের জন্য ডাকা হয়েছিল এবং অনেক বিরোধিতার মধ্য দিয়েও গত ১২ বছর ধরে ঈশ্বরের মহিমার জন্য কাজ করে আসছিলেন। গত ২০১২ সাল থেকে তিনি তার স্বামী অনিল সোনা ভালভির সাথে গাঁস্থা এবং বামঙ্গম ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছিলেন।

হীরাবেনের ২০২২ সালের এপ্রিলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছিল। তাই তার ডান দিকটি কাজ করতে ব্যর্থ হওয়াতে সেবাকাজ দিনের পর দিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি গত ১০/১২/২০২৩ তারিখে বামনগাম ক্ষেত্র চার্চে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন। সেই সময় তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান এবং হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার বলেন তিনি প্রভুর কাছে চলে গিয়েছেন। অনুগ্রহ করে মিশনারী অনিল সোনা ভালভি এবং তার দুই সন্তানের জন্য প্রার্থনা করবেন!

ভাই জলি জয়রাজু (৫৮ বছর) বিশাখাপত্তমন, অন্ধ্র এবং হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানায় বিগত ২৯ বছর ধরে প্রভুর সেবাকাজে উন্নয়ন দপ্তরে ব্যবহৃত হয়ে আসছিলেন। তার স্ত্রী মেরি মণি গত ২০১৫ সালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তারপরও তিনি শক্তি হারাননি বরং প্রভুর রাজ্য বিস্তারে কাজ চালিয়ে যান। তার প্রভুর জন্য আরও কাজ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রভুর সেবা করতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং গত ১৪/১২/২০২৩ তারিখে অনন্ত বিশ্রামে প্রবেশ করেন। দয়া করে তার ছেলে এবং দুই মেয়ে এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করবেন!

মিশনারী মঙ্গল সিং দেববর্মা ত্রিপুরার দেববর্মা জনজাতির মধ্যে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার হয়ে আসছিল। তিনি ৪৬ বছর বয়সী, ঈশ্বরের মহিমার জন্য তার প্রতিভাকে ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রেমময় ও নম্র ছিলেন। প্রতিটি গ্রামে যীশুর ভালবাসাকে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা তার অন্তরে ছিল। তিনি সুসমাচারকে বীজরূপে বপন করার জন্য এক জন আদর্শ বীজ বপনকারী ছিলেন এবং তার সহকর্মীদের সম্মান করার জন্য একটি আদর্শ মডেল ছিলেন। তিনি তার আহ্বানে দৃঢ় ছিলেন এবং প্রভুর জন্য কাজ করা তার একটি মহান ইচ্ছা ছিল। তিনি যেখানেই পৌঁছাতেন সমস্ত গ্রাম প্রভুতে আনন্দিত হয়ে উঠত। তিনি গত ১৮ই ডিসেম্বর কাকভোরে প্রভুর সাথে চিরকালের জন্য থাকতে চলে যান যখন তিনি তার বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

দয়া করে তার স্ত্রী মেরি দেববর্মা এবং পুত্র আইখা দেববর্মা (১২) এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্র বিশ্বাসীদের এবং তাদের পরিবারের সান্ত্বনার জন্য প্রার্থনা করবেন।

“যাকে লোকে যীশু ডাকে”

কৌশলী এবং সাক্ষী

যোহন (৯:১-৪১)

- তুমিই কি সেই ব্যক্তি যে জন্ম হতে অন্ধ ছিলে?
- হ্যাঁ, এ কথা সত্যি!
- তুমিই কি সেই ভিখারী?
- হ্যাঁ, তা সত্যি!
- এখন কি করে এমন দেখতে পাচ্ছ?
- যাকে লোকে যীশু বলে ডাকে তার মাধ্যমে!
- তিনি কি করেছিলেন?
- তিনি আমাকে কাঁদা মাটি হাতে তুলে আমার চোখে লেপন করেছিলেন।
- তারপর?

  আর শীলেহেতে গিয়ে ধুতে বলেছিলেন।

  তারপর?

  আমি ধুয়ে ফেলে দৃষ্টি পেলাম!
- সেই ব্যক্তি কোথায়? জানি না।
- সে বিশ্রামবার পালন করে না,

  সে পাপী

  যে ব্যক্তি পাপী সে কি ভাবে এমন চিহ্ন কাজ করতে পারে?
- তাহলে কি তিনি বিশ্রামবার ভঙ্গ করেন নি?

  না,

  কারণ তিনি বিশ্রামবারের কর্ত্তা।
- আপনারাই কি এই জন্মান্ধের পিতা মাতা?

  হ্যাঁ, আমারাই এর পিতা মাতা
- এ কি অন্ধ জন্মেছিল?

  হ্যাঁ তাই
- তবে কি করে এখন দেখতে পাচ্ছে?

  আমরা তা জানি না।
- ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর, সেই ব্যক্তি পাপী।
- তিনি পাপী কিনা তাহা আমি জানি না।
- তবে কি জান?

  আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি।

  বার বার জিজ্ঞেস করছেন কেন, আপনারা কি তাঁর শিষ্য হতে চান?
- তুই সেই ব্যক্তির শিষ্য, আমরা মোশির শিষ্য।
- তিনি যদি ঈশ্বর হতে না আসিতেন তবে কিছুই করিতে পারিতেন না।
- তুই একেবারেই পাপে জন্মিয়াছিস!

  পরে তাহারা, যীশুর শিষ্য বলে

  তাকে সমাজ হতে বার করে দিল।

(ফরীশীদের মধ্যে ক্রোধ আর স্বর্গে আনন্দ)

দবোরা সেবাকাজ

প্রভু আমাকে গুজরাটের তাপি জেলার সেবাক্ষেত্রগুলি কি ভাবে ঈশ্বরের প্রেমে বেড়ে উঠছে। দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল। গত ১২/১২/২৩ তারিখে কামভালার চার্চ তাদের ২৫ বছর পূর্তী উপলক্ষে দবোরা মেলার আয়োজন করেছিল। এই মেলাতে ২০০০ জন মহিলা যোগ দিয়েছিল। মিসেস ফিলোমেনারের শেয়ার করা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে উপস্থিত বিশ্বাসীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এছাড়া সেখানে উপস্থিত যুবক যুবতীদের ঈশ্বরের বাক্যে উৎসাহিত করেছিল যেন তারা পূর্ণসময়ের কর্মীরূপে যোগদান করে প্রভুর সেবাকাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

আমরা সমস্ত দবোরাকে অভিবাদন জানাই যারা ঈশ্বরের পরিচর্য্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। – বোন রেজিনা রাজ, মুম্বাই

VISHWA VANI SAMARPAN
FORM IV

1. Place of Publication	:	1-10-28/247, Anandapuram ECIL (PO), Hyderabad - 500 062
2. Periodicity of its Publication	:	Monthly
3. Printer's name	:	P. Selvaraj
Nationality	:	Indian
Address	:	1-10-28/247, Anandapuram ECIL (PO), Hyderabad - 500 062
4. Publisher's name	:	P. Selvaraj
Nationality	:	Indian
Address	:	1-10-28/247, Anandapuram ECIL (PO), Hyderabad - 500 062
5. Editor's name	:	P. Selvaraj
Nationality	:	Indian
Address	:	1-10-28/247, Anandapuram ECIL (PO), Hyderabad - 500 062
6. Name and address of Individuals who own the News Paper and Partners or Shareholders holding more than one percent of the capital	:	Vishwa Vani Registered under the societies. Registered Act XXI of 1980. Registration No. S-17871 of 1987

I, P. Selvaraj, hereby declare that the particulars given are true to the best of my knowledge and belief.

February 2024

(Sd/- P. Selvaraj)
(Signature of Publisher)

যীশু, এই পর্বতকে আশীর্ব্বাদ করুন...

সিকিমের পাহাড়ে ওঠার শক্তি আমার নেই। ঈশ্বরের বাক্য যে আলো এবং নির্দেশনা দিয়েছে তা আমি গ্রহণ করে সিকিমের ক্ষেত্র পরিদর্শন করেছি। এটি একটি দীর্ঘ ভ্রমণের পথ ছিল। আমি যখন ক্ষেত্র পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলাম তখন আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে গান বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল, 'তুমিই সবকিছু আমার যীশু'। মেঘ ফেটে হরকা বানে সেতুগুলো যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা এখনও স্মৃতিগুলিকে বহন করে চলেছে আর সেই কারণে সেখানে গাড়িগুলি ধীরে চলাচল করাতে তীব্র যানযটের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই যাই হোক প্রভু আমাদেরকে ক্ষেত্রে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলেন।

লেপচা এবং রাই জনজাতির মানুষ এবং তাদের জীবন যাত্রা যা প্রকৃতির সাথে মিশে আছে, গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং আরাধনা দল যেখানে ৩৫ জন বিশ্বাসী জড়ো হয়ে উপাসনা করে সেগুলি আমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল। তারা হলেন সৃষ্টিকর্ত্তার বিরল সৃষ্টি! আর প্রভু সেই ক্ষেত্রগুলিতে তাঁর সেবাকাজকে ত্বরান্বিত করে চলেছেন।

চার্চগুলি রাসকেই, তুমিন এবং কাম্বোলের মত পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। এই দূর্গম ক্ষেত্রগুলিতে বিশ্বাসীরা কিন্তু খ্রীষ্ট বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আমার স্বামী তুমিন ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের সাথে ঈশ্বরের বাক্য ভাগ করেছিলেন এবং আমিও তাকে অনুসরণ করে আমার সাক্ষাকে ভাগ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই সুন্দর চার্চটি গর্জনকারী নদীর তটে লোয়ার রিম্বি ক্ষেত্রে অবস্থিত!

এটা ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে বিশ্বাসীরা গান গাইতে গাইতে ঈশ্বরের প্রশংসা করে চলেছে। সুসমাচারের আলো ছড়িয়ে পড়েছে এবং শয়তানের মন্দ কাজ এবং ফাঁদ থেকে মানুষ রক্ষা পেয়ে চলেছে! আমরা এই দেখেছি ক্ষেত্রের মিশনারীদের স্ত্রীরাও মহিলাদের মধ্যে যথেষ্ট সেবাকাজ কাজ করে চলেছেন।

আমরা শিলিগুড়িতে উপস্থিত হয়ে ক্ষেত্রকর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বৃত্তিমূলক কেন্দ্র, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র ও শিশুদের জন্য সান্ধ্যকালীন ক্লাসের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলাম কারণ এই কার্য্যগুলি মানুষের মধ্যে মহান রূপান্তর বয়ে নিয়ে আসছে।

আমরা ভাই কিংসলির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি প্রেরিত পৌলের মত পরিচর্য্যায় আগ্রহী হয়ে মিশনারী যাত্রাতে আমাদের সাথে ছিলেন। ভ্রাতৃপ্রেমে সহকর্মীদের একত্রিত করতে এই তরুন ভাইয়ের প্রচেষ্টা উল্লেখ করার মত ছিল। অনুগ্রহপূর্বক প্রার্থনা করুন যে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে সেবাকাজ যেন আরও শক্তিশালী হয় এবং আমরা প্রভুর রাজ্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হতে পারি। যীশুর নাম মহিমান্বিত হোক! – মিসেস ভিজি ড্যানিয়েল রাজা, কোয়েম্বাটুর

সাঁওতাল গ্রামগুলিতে শান্তির সুসমাচার...

ধন্য তারা যারা উড়িষ্যার কেঁওনঝাড় জেলায় সেবাকাজের বৃদ্ধির জন্য এগিয়ে এসেছেন। আমরা রেভা: আর. এ. জে. কে. অভিবাদন জানাই ও সেন্ট প্যাট্রিক চার্চের সেলউইন দুরাই যিনি ঘাইসপুরা ক্ষেত্রে মিশনারীদের উৎসর্গ করে ক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন। আমরা ডঃ জেমস এবং তার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই যারা এই কর্মীকে পাঠাতে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রভু তাঁর মহিমার জন্য চার্চের সহকারী যাজক, কমিটির সদস্য, সেবাকাজের প্রতিনিধিদের শক্তিশালী ভাবে ব্যবহার করুন এবং তাদের আশীর্ব্বাদ করুন। - সমন্বয়কারী তুতিকোরিন

আসামের একটি চার্চ সুসমাচারের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে...

লক্ষ্মিণগাঁও ক্ষেত্রে বপন করা ঈশ্বরের বাক্য ৩০, ৬০ এবং ১০০ গুণ বেড়েছে এবং পবিত্র আত্মার কাজগুলি প্রতিদিনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে উঠেছে।

আসামের কোকড়াঝাড় জেলার ৫০টি গ্রামের মধ্যে ৮টি তে আরাধনা দল তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে লক্ষ্মিনগাঁও ক্ষেত্রে অস্থায়ী ভাবে নির্মিত চতুর্থ চার্চটি গত ২/১২/২০২৩ তারিখে প্রভুর গৌরবার্থে উৎসর্গ হয়েছে। এই ছোট চার্চটি

গ্রামবাসীদের জন্য এবং তরুণ সাঁওতালী বিশ্বাসীদের জন্য একটি সেবা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে যারা তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। সমস্ত প্রশংসা ঈশ্বরের হোক! - ক্ষেত্রকর্মী পাণ্ডু মুর্ম্মু

সাম্প্রতিক সমাচার

পৃথিবীর ইকোনোমিক ফোরাম সতর্ক করেছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো বিষয়গুলির মতো ভুল তথ্য ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে ভয়ঙ্কর সংকট নিয়ে আসতে পারে।

পৃথিবীর জলবায়ুর যে চরম পরিবর্তন তা পৃথিবীর বায়োডাইভারসিটির পক্ষ্যে অত্যন্ত চিন্তাজনক বিষয়।

ইস্রায়েল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যে যে যুদ্ধ এবং তা যে ভাবে আশে পাশের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে সেই ঘটনা অত্যন্ত ভীতিজনক।

হে প্রভু প্রার্থনা করি বিশ্বে তোমার শান্তি স্থাপন কর। তোমার রাজ্য আইসুক।

একটি প্রার্থনা

হে প্রভু তুমি জগতের দিকে তাকিয়ে দেখ
যদিও অনেক মতবাদ এবং বুদ্ধিমান জগতে রয়েছে
তথাপি জগতে কোন আনন্দ নেই।
জগতে অনেক রাজা, শাসক, সম্রাট এবং গনতন্ত্র এলেও
আমরা মানুষের মধ্যে শান্তি দেখতে পায় না।
অনেক স্কুল কলেজ এবং গবেষণা কেন্দ্র খোলা হলেও
সমাজের পরিবর্তন হয়নি।
তাই রয়েছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ,
ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত,
জাত পাতের মধ্যে লড়াই
দেশগুলির সীমায় যুদ্ধ বেঁধে যায়
যার কারণে মানুষ নানা ক্ষয় ক্ষতি এবং প্রাণ হানির সম্মুখীন হয়।
হে প্রভু যীশু তোমার দিকে না তাকালে
মানুষ এমতবস্থায় কি করে আনন্দ এবং শান্তি লাভ করবে?
হে ঈশ্বর, আগের চেয়ে এখন আরো বেশী করে
ক্রুশের বার্তা মানুষের শোনা প্রয়োজন।
তোমার ক্ষেত্রে ছেদন করার জন্য কর্মী প্রেরণ কর
এবং তাদের ভার বহন করতে হাজার হাজার বিশ্বাসীকে অনুপ্রেরণা দান কর।
যেন সুসমাচার প্রচার হয়
এবং সবকিছু নতুন হয়ে ওঠে
প্রভু যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই!
আমেন।

ত্রিপুরায় ঈশ্বরের মহিমা

ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য এবং এক সময় ত্রিপুরা সুন্দরী, পার্বত্য টিপ্পার এবং কিরাত দেশ নামে পরিচিত ছিল।

১৮৮৩ সালে এটিকে উদয়পুর নামেও ডাকা হত। আমরা প্রাকৃতিক সুগন্ধ "আগর" পেতে পারি, তাই রাজধানীর নামকরণ করা হয় আগরতলা। চা বাগান, রবার ও বাঁশ থেকে মানুষের আয় হয়। রাজ্যের ভাষা বাংলা। তবে এখানকার লোকেরা ত্রিপুরী, রেয়াং এবং জামাতিয়া ভাষায় কথা বলে।

ত্রিপুরার জন্য ব্যপটিস্ট এবং প্রেসবিটারিয়ান মণ্ডলীর সুসমাচার প্রচারের কাজ অবিস্মরণীয়। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে বিশ্ববাণীর সেবাকাজের মাধ্যমে ৫২০টি প্রত্যন্ত গ্রামে আশীর্ব্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছে। ৭৫টি গ্রামে চার্চ ভবন তৈরী করা হয়েছে। ২০৩০ সালের আগে ১৫০০টি গ্রামে আলো নিয়ে আসা আমাদের লক্ষ্য রয়েছে।

হলংথাং ক্ষেত্রে ৭১ জন বিশ্বাসী রয়েছে। প্রথম বিশ্বাসী চার্চ নির্মাণের জন্য সে তার জমি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। জি.পি.এস. রবিনসন, ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ১৮ই ডিসেম্বর সেবাকাজের জন্য দেখা করেন। প্রভু তার পরিচর্য্যাকে শক্তিশালী ভাবে আশীর্ব্বাদ করুন।

কোকবোরক বাইবেলটি কিং জেমস সংস্করণ থেকে রেভা: ডঃ নাফুরাই জামাতিয়া দ্বারা সূক্ষ্মভাবে অনুবাদ করা হয়েছিল। এই ১০ বছরের মেগা প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৯শে ডিসেম্বর ত্রিপুরার জন্য প্রায় ১৫০০ জন বিশ্বাসীদের মধ্যে কোকবোরক বাইবেল উৎসর্গ করা হয়েছে। বিশ্ববাণী সেবাকাজের উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ ভাই জি.পি.এস. রবিনসন এবং অন্যান্য বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন এবং ঈশ্বরের মহিমার জন্য কোকবোরাক বাইবেল প্রকাশ করা হয়েছে। ১০০০০টি বাইবেল সেদিন প্রস্তুত ছিল। বিশ্বাসীরা তাদের কোকবোরক বাইবেলকে জড়িয়ে ধরে সেই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা দিনরাত পড়বে। এই মহান উপলক্ষ দেখে স্বর্গ আনন্দিত হয়েছে! হালেল্লুইয়া – সি.এস.আর. প্রেম কুমার, চেন্নাই

RNI REGD. NO. AP BEN/2000/1612 | POSTAL REGD. NO. HQ/SD/315/2021-2023 - BENGALI | DATE OF PUBLICATION 27.01.2024
LICENCED TO POST WITHOUT PREPAYMENT-PMG/TS/HQR/SC-02/WPP/2021-2023
Return Requested: VISHWAVANI SAMARPAN
1-10-28/247, Anandapuram,
ECIL Post, Hyderabad-500062.

BABUBHANDA, ODISHA - 11.12.23

M.VENKATAPURAM, A.P. - 17.12.23

BUSAYAVALASA, A.P. - 12.12.23

HOLONGTHAI KAMI, TRIPURA - 18.12.23

ধন্য তারা যারা সুসমাচার শ্রবণ করে এবং তাঁর জন্য কাজ করে
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে তারা আশীর্ব্বাদে পূর্ণ হবে!

VADDEPUTTU, A.P. - 15.12.23

GUNNATHOTTAVALASA, A.P.- 19.12.23

GEENA, HIMACHAL PRADESH - 17.12.23

PATHARIYA, CHHATTISGARH - 28.12.23

VISHWA VANI SAMARPAN - BENGALI - LANGUAGE
Printed and Published by P. Selvaraj on behalf of VISHWA VANI, a registered society (Regn. No.17871 of 1987) and printed at CAXTON Offset Pvt. Ltd., 11-5-416/3, Red Hills, HYD-04. and published at 1-10-28/247, Anandapuram, ECIL Post, HYD-62. EDITOR: P. SELVARAJ. POSTING DATE: 30.01.2024